আরত্রিক

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
সাহিত্যরত্ন, বিদ্যাবিনোদ

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ও

১৩৩৬

এক টাকা

প্রিন্টার—বি, এন, ঘোষ,
আইডিয়াল প্রেস,
৮।১।১, মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সূচী

বিষয়			পত্রাঙ্ক
পূজারী	...	...	১

লীলা

বুদ্ধদেব	...	...	৬
রামানুজ [রূপ]	...	...	১২
ঐ [ত্যাগ]	...	...	২১
তুলসীদাস [মোহ]	...	...	৩১
ঐ [মুক্তি]	...	...	৩৯
লালাবাবু	...	...	৫০
বিবেকানন্দ	...	...	৫৫

প্রশস্তি

দেশবন্ধু	...	...	৬১
সুরেন্দ্রনাথ	...	...	৬৭
যতীন্দ্রনাথ	...	...	৭৩
রসরাজ	...	...	৭৭
চুণীলাল	...	...	৮০

কবির লেখা

উপন্যাস

মমতার ফাঁসি	...	৩৲
আশমানতারা	...	২।০

আরত্রিক



পূজারী

শান্ত হও, ক্ষান্ত হও, রে উদ্‌ভ্রান্ত মন,
লক্ষ্য রাখো স্থির,
অনর্থক হ'য়ো না চঞ্চল,
ব্যর্থতাই হোক্ তব অঙ্গের ভূষণ,
মুছ অশ্রু-নীর,—
ওই উড়ে মাতার অঞ্চল !
অভাবের আর্ত্তনাদ—অরণ্যে রোদন,
নাহি ফল তায়,—
অপরের জাগায় বিরাগ,
জানাতে কাহারো কাছে যেয়ো না বেদন,
হবে না উপায়,—
লইবে না কেহ দুঃখ-ভাগ ।

আরম্ভিক

দুর্ব্বহ ব্যথার বোঝা যাচিয়া ল'য়েছ
কর্ম্ম-বিনিময়ে,
না বুঝিয়া আপনার শিরে,
বন্ধু জানি যারে ল'য়ে ভূমিষ্ঠ হ'য়েছ,
চাহ অসময়ে
ছাড়িবারে সেই সাথিটীরে !
বহু-জন্ম-তপস্যায় বিধাতার বরে
তুমি ভাগ্যবান্,
ভাব-রাজ্যে পেয়েছ আসন,—
বাঞ্ছা-কল্প-তরু তিনি, তাই তব 'পরে
যোগ্যতম দান
অন্তর্য্যামী করিলা বর্ষণ !

* * * *

ঐশ্বর্য্য-সম্পদ-সুখ, বিলাস-ব্যসন
চাহনিত কভু,
চাহ নাই স্বরগ-সংসার,
অনুক্ষণ অনটন, দীর্ঘ অনশন-
দংশনেও তবু
চাহ নাই কোনো প্রতীকার ;
চাহ নাই আত্ম-তৃপ্তি, আত্ম-প্রসাধন,
সকলের মত
চির-প্রিয় আকাঙ্ক্ষিত যাহা,
চাহনি সম্ভোগ সর্ব্ব-উপভোগ্য ধন,—
চেয়েছ নিয়ত
যাহা কিছু,—পাইয়াছ তাহা!

আত্মভোলা

চাহিয়াছ রূপ তুমি অরূপের মাঝে,
রস-আস্বাদন
যেথা নাই রসের আভাস,
চাহিয়াছ ধ্বনি যেথা স্তব্ধতা বিরাজে,
মৃদু পরশন
যেথা কভু বহেনা বাতাস ;
চাহিয়াছ গন্ধহীনে নন্দন-সুরভি,
হে ভাবুক কবি !
চাহিয়াছ শুধু অনুভূতি,
বাহিরে অর্গল আঁটি তুমি ত গরবী,
চাহিয়াছ সবি—
অন্তরের অনন্ত বিভূতি !
থাক্ শত অভাবের পশরা মাথায়,
ক্ষতিঃ কিবা তায় !
সে যে তব শির-আভরণ !
মূঢ় তুমি হে সম্রাট্, বুঝিলে না হায়—
কি বলে হেলায়
ভাব-রাজ্যে করো বিচরণ !

*　　*　　*　　*

কল্পনা মহিষী তব মানসী-প্রতিমা
মধুরিমময়ী
অনুক্ষণ সেবিছে তোমায়,—
দশদিক্-অধিপাল চক্রবাল-সীমা
হে চির-বিজয়ী,
তব উপঢৌকন যোগায় !

আন্তরিক

উঠে রবি, উঠে শশী, ফুটে তারাকুল,
নির্ম্মল আকাশ,
সপ্তবর্ণ কিরণ-মণ্ডল ;
মেঘেতে বিজলী-খেলা আহ্লাদে-আকুল,
দিব্য-পরকাশ
নেত্রারাম ধনু-আখণ্ডল ;
বিশাল জলধি-বক্ষঃ তরঙ্গ-ভৈরব,
তুঙ্গ গিরি-শির,
নদী, হ্রদ, তড়াগ, নিঝর,
অটবী, বিটপি-বীথি নিসর্গ-বৈভব,
মঞ্জরী রুচির,
কিশলয়, প্রসূন-নিকর ;
স্নিগ্ধ-শ্যামা বল্লরীর দোদুল-নর্ত্তন,
অঙ্কে ধরিত্রীর
দূর্ব্বাদল, ওষধি-স্তবক,
কুসুমে গুঞ্জন, শাখে পিকের কীর্ত্তন,
বিলাস শিখীর
বিস্তারিয়া শত সুচন্দ্রক !

*   *   *   *

বিবরিব কত আর ?—পৃথিবী, সলিল,
অনিলে, অনলে,
কিম্বা ব্যোমে—নিখিলের মাঝে,
তুমিই লভিবে বলি তৃপ্তি অনাবিল
অচলে-সচলে
নিরন্তর নানা বস্তু সাজে !

প্রকৃতির আরাধনা সাধনা তোমার
হে ভক্ত-পূজারী !
কার্য্য তব সৌন্দর্য্যের পূজা,
নৈমিত্তিক অনুষ্ঠান করি পরিহার
স্বার্থের ভিখারী
কেন হও—যায় না ত বুঝা !
তাই বলি—শান্ত হও রে উদ্‌ভ্রান্ত মন,
কেন আকিঞ্চন,
অকিঞ্চিৎ নশ্বরের লাগি,
অবিচল চিত্তে ব্রত করো উদ্‌যাপন—
উঠুক্ নূতন
বীণা-যন্ত্রে নব মন্ত্র জাগি !

—:*:—

বুদ্ধদেব

উন্মত্ত কপিলবাস্তু উল্লাস-উৎসবে,
আজি তার অতি শুভদিন,—
সিদ্ধার্থ পুনরাগত বোধি-লাভ করি,
ল'য়ে পুণ্য জীবন নবীন !
কি বিশাল জন-সঙ্ঘ, শিষ্য-সমাগম !
নাগরিক ছুটে দলে-দলে, —
গৌতম পুনরাগত বুদ্ধত্ব লইয়া,
দরশন বহু-ভাগ্য-ফলে !
সমাগত শাক্যসিংহ পিতৃরাজ্য-মাঝে, —
যুবরাজ এসেছেন ঘরে !
ঘোষিছে বিজয়-বার্ত্তা দুন্দুভি-নিনাদে,
শঙ্খ-ঘণ্টা, ঝাঁঝরে-কাঁসরে !
পল্লব-কুসুমগুচ্ছ তোরণে-তোরণে
পূর্ণ-কুম্ভ, কদলী-রোপণ,
লাজে-লাজে ছেয়ে গেছে দীর্ঘ রাজপথ
কি অপূর্ব্ব আনন্দ-জ্ঞাপন !
পথে-পথে ছড়াছড়ি কর্পূর-কুঙ্কুম,
ছুটে গন্ধ ফুলে-ফুলে-ফুলে,
চন্দনে কর্দ্দমময়, ছায়াময় ধূমে,
ধূপ-ধূনা-সুরভি-গুগ্‌গুলে।

গৈরিক-তরঙ্গ পথে শুধু বহি যায়,
তেজঃপুঞ্জ মুণ্ডিত-মস্তক,
মন্ত্র-মগ্ধ সবে হেরে শোভা-অভিযান
চক্ষে কারো পড়ে না পলক !
"অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ" উড়িছে পতাকা,
স্তুতি-গীতি মুখে-মুখে-মুখে,—
"বোধিসত্ত্ব এসেছেন নির্ব্বাণ লইয়া
নির্ব্বাপিতে জরা-মৃত্যু-দুখে।"
গায় ভিক্ষু বৈরাগ্যের অপূর্ব্ব বারতা,
অত্যদ্ভুত বিজয়-ঘোষণা,—
"ত্যজ দ্বৈধ, ত্যজ দ্বেষ মুক্তিকামী-জন,
মৃত্যু যায় মন্ত্রস্পৃষ্ট ফণা।
ভুলে যাও উচ্চ-নীচ, দ্বন্দ্ব-অভিলাষ,
শোনো বাণী শোক-তাপ ভুলে,
পূর্ণ আজি সিদ্ধার্থের দিব্য-দিগ্বিজয়,—
সিদ্ধিলাভ বোধিদ্রুম-মূলে !"

* * * *

পূর্ণ একাকার আজি, অন্দরে-বাহিরে
প্রবাহিত ভাবের প্লাবন ;
জন-স্রোত উপনীত রাজ-অন্তঃপুরে,
পুরনারী করে সম্বর্দ্ধন !
পুরোভাগে যশোধরা কাষায়-বসনা
রাজবধূ আহা-মরি-মরি !
দ্বিগুণিত মঞ্জু-কান্তি ব্রহ্মচর্য্যে যেন!
কহিছেন পুত্র-হাত ধরি,—

আরম্ভিক

"রাহুল রে! আজি এলো সেই শুভদিন,
করো তব পিতৃ-দরশন
মাগি লও পিতৃধনে উত্তরাধিকার
এই তার উপযুক্ত ক্ষণ।"
চাহিয়া মাতার পানে বালক রাহুল
কি বলিবে খুঁজিয়া না পায়,
শৈশবেই পিতৃহারা, চিনে না পিতায়,
অচিনায় চিনা কিগো যায়!
স্তম্ভিত রাহুলে হেরি কহিলেন মাতা,—
"কেন বৎস, অবোধ এমন!
এ জন-সমুদ্র-মাঝে চিনিতে তাঁহায়
করিতেছ প্রমাদ-গণন!
চিনায়েছি তরু-মাঝে চন্দন-পাদপ,
ফুল-মাঝে ফুল্ল শতদল,
চিনায়েছি তারা-পুঞ্জে প্রতি-পূর্ণিমায়
পূর্ণ-কল শশী ঝলমল;
বাঞ্ছিত পুরুষোত্তমে চিনো সেইরূপে
নিরখিয়া প্রত্যেক বয়ান,—
যাও জন-সঙ্ঘ ভেদি পিতার সন্ধানে
হবে তৃপ্ত সন্দিগ্ধ নয়ান।"

*   *   *   *

আগে-আগে পুত্র যায় খুঁজিয়া পিতায়,
মাতা তার পিছু-পিছু যান,—
অভিনব অন্বেষণ বৈরাগ্য-বন্যায়
বৈরাগ্যের তরঙ্গ-প্রধান!

ভিক্ষুর বেষ্টনী-মাঝে পরম-পুরুষ !
থমকিয়া দাঁড়াল রাহুল,
আনন্দে "বাবাগো—" বলি ছু'হাত পসারি
বেড়ি দিল পিতৃ-পাদ-মূল !
সস্নেহে হৃদয়ে ধরি ল'য়ে শিরোঘ্রাণ
মহাযোগী চান পুত্র-পানে :—
পুত্র কহে,—"তব ধনে দাও অধিকার !"—
আর কিছু চাহিতে না জানে !
হাসিয়া কহেন বুদ্ধ প্রিয় শিষ্যবরে —
"হে আনন্দ ! তনয় আমার
মাগে তার পিতৃ-ধনে ন্যায্য অধিকার,
দাও বৎস ! যা প্রাপ্য বাছার।"
বিস্ময়ে কহেন শিষ্য,—"কহ মহাভাগ !
রহস্য ত বুঝিতে না পারি !
বিরাটের অংশ আসি বিরাটের পাশে—
কি বিরাট্ প্রার্থনা তাহারি !
কি আছে তোমার প্রভু, তোমার বলিতে,
পুত্র যাহে মাগে অধিকার ?
বুঝায়ে পালিতে আজ্ঞা দাও গো শকতি,—
পুত্রে তব কি আছে দিবার ?"
বদনে সরস হাসি কহেন গৌতম,—
"নেহারিয়া নব-কিশলয়,
হে আনন্দ ! জ্ঞানী তুমি, একি মতিভ্রম !
হ'য়েছে কি মমতা উদয় !
জানো না কি পিতা যার দীনাদপিদীন,
পিতৃধন দৈন্যই তাহার !

ভিখারীর ভিক্ষা-ঝুলি ভিখারী-তনয়
পায় তায় ন্যায্য অধিকার !”
ইঙ্গিত বুঝিল শিষ্য,---দিল রাহুলেরে
পরাইয়া কাষায়-উত্তরী,
রাজ-প্রাসাদের মাঝে রাজ-পৌত্র করে
তুলি দিল ভিক্ষা-পাত্র ধরি !

*　　*　　*　　*

লুণ্ঠিল বল্লরী ধীরে বনস্পতি-মূলে,---
যশোধরা করিলা প্রণাম,
মৃদু হাসি আশীর্ব্বাদ করেন গৌতম,---
“হও সাধ্বি, পূর্ণ-মনস্কাম।”
ভাব-গদ-গদ কণ্ঠে কহিলা আনন্দ,---
“পুত্রে প্রভু দিলে পরসাদ,
কৃপা করো কৃপাময়, পুত্রের মাতায়,
ঘুচে যাক্ সব পরমাদ।”
আনন্দে কহেন বুদ্ধ,---“বৎস, জান নাকি
বোধি-লাভ কিসের কারণ ?
সাম্যের প্রতিষ্ঠা-তরে সাধনা আমার
অপসারি মোহ-আবরণ।
নর-নারী-ভেদাভেদ সংকীর্ণ সংস্কার,
জরা-মৃত্যু-রোগের আকর,
অধিকারী-ভেদে ধর্ম্ম গেছে ছারখার,
লক্ষ্য-ভ্রষ্ট, ভ্রান্ত নারী-নর।
ধর্ম্ম-শাস্ত্র, নীতি-শাস্ত্র মিথ্যাচারে ভরা,
সমস্তই স্বার্থ-ক্রীড়নক,

কর্ম্ম-শূন্য, ধর্ম্ম-শূন্য, মর্ম্ম-শূন্য ধরা
মূর্ত্তিমান্ ঘৃণিত নরক !
চাহি তাহা পালটিতে, শিখাইতে প্রেম,
অকপট প্রীতি-ভালবাসা,
নির্ব্বেদ-নির্ব্বাণ-মুক্তি চির-যোগক্ষেম
এই মোর প্রাণের পিপাসা।
পেয়েছি সন্ধান যাহে যাবে অন্ধকার,
সম্মুদিবে নূতন প্রভাত,
পেয়েছি যে অমৃতের আলোক-সম্ভার
অভিনব জ্যোতির প্রপাত
ছড়াইব সেই জ্যোতিঃ বিশ্ব জনে-জনে,
নর-নারী সকলে সমান,
জাগিয়া উঠিবে বিশ্ব নব-জাগরণে
মোহ-ঘুম হবে অবসান।
যশোধরা ! এস সতি ! সঙ্গিনী আমার,—
প্রেম-মন্ত্র দিব তব কানে.
লও সখি ! মহামৃত-বণ্টনের ভার
এ বিশ্বের ব্যাধি-নিরবাণে !”

*　　*　　*　　*

যশোধরা সংজ্ঞাহারা চরণে পতির
হেরি পূর্ণ জীবনের সাধ,
দীরঘ-বিরহ-পরে মিলন গভীর,
একি দয়া !. একি আশীর্ব্বাদ !!

—::*::—

রামানুজ

[রূপ]

আসিয়াছে তীর্থ শ্রীরঙ্গমে-
পুণ্য-তিথি গরুড়-উৎসব,
শ্রাবণের জল-স্রোত-সম
চলিয়াছে তীর্থ-যাত্রী সব।
হিরণ্ময়, মুকুতা-খচিত,
দিব্য-রথ বিচিত্র-বিশাল,
পতাকায় লেখা হরিনাম,
চারিভিতে দুলে ফুল-মাল।
মধ্যে তার অতি অপরূপ,
বিরাজিত শ্রীরঙ্গ-ঈশ্বর,
করিছেন শোভা-অভিযান
চতুর্ভিতে ঘেরি পরিকর।
কাবেরীর পবিত্র সলিলে
শিষ্য-সহ হ'য়ে পূত-স্নান,
চলেন সে শোভা-যাত্রা-মাঝে
রামানুজ আচার্য্য-প্রধান।

* * * *

হেনকালে শিষ্য একজন
সম্বোধিয়া কহে যতিবরে,-
"গুরুদেব! একি অসম্ভব!
হের ওই দূর-দূরান্তরে,

ছত্র ধরি রমণীর শিরে
নর এক অনাবৃত মাথে,
কি নির্লজ্জ! অম্লান-বদনে
চলিয়াছে জন-সঙ্ঘ-সাথে!
একি দেব! একি ব্যভিচার!
পুণ্য-দিনে পুণ্য-ভূমে আসি,
অনায়াসে করিছে সঞ্চিত
নরাধম পাপ-পঙ্ক-রাশি!"

* * * *

"বররঙ্গ! হ'য়ো না চঞ্চল,"
কহিলেন রামানুজ ধীরে,
"তুচ্ছতায় দিয়ো না আসন
বৈষ্ণবের হৃদয়-মন্দিরে।
নিত্য বৎস! রাখিও স্মরণে,
মোরা সবে যাঁহার কিঙ্কর,
রঙ্গময় শ্রীরঙ্গনাথের
সৃষ্ট এই বিশ্ব-চরাচর।
তাঁর সৃষ্ট পদার্থের 'পরে
তুচ্ছ জ্ঞান, ঘৃণা, নিন্দাবাদ,
অহমিকা, চিত্তের বিকার
বাড়াইয়া ঘটায় প্রমাদ।
হেন জ্ঞান লয় মোর মনে
আছে কোনো রহস্য ইহার,—
ভস্ম হেরি করিও না হেলা,
অগ্নি মিলে করিলে ফুৎকার।

যাও ত্বরা নিকটে উহার,
নম্র-ভাবে ডেকে আনো মঠে,
কৌতূহল—নিরখিব সেথা
কাহারে সে সেবে চিত্ত-পটে !"

*　　*　　*　　*

ধীরে-ধীরে রমণী-সেবক
সমাগত বররঙ্গ-সনে,
যুক্ত-করে দাঁড়াল সম্মুখে
প্রণমিয়া আচার্য্য-চরণে।
যোগি রাজ জিজ্ঞাসেন তারে,—
"কিবা নাম, কোথায় নিবাস"-
"অধিবাসী নিচুল্লা-পুরীর",
অভিধান কহে—"ধনুর্দাস।"
মৃদু-হাসি বিনম্র-বচনে
রামানুজ কহিছেন তারে,—
"কিন্তু বৎস ! উচিত কি তব—
ভ্রমো তুমি নারী-সহকারে !
আসিয়াছ দেব-দরশনে
করিবারে পুণ্য-অনুষ্ঠান,
কামিনীর ছত্র-ধারী হ'য়ে
ঘুচাইলে লাজ-ভয়-মান !
দেহ হেরি মল্ল-বীর বলি
মনে মোর লাগিছে প্রত্যয়,
শক্তিমান্ ! হৃদয়েরে তুমি
পারো নাই করিবারে জয় !"

*　　*　　*　　*

"পারি নাই—পারি নাই দেব !
　　করি নাই কখনো প্রয়াস।"
উত্তেজিত, উচ্ছ্বসিত ভাষে
　　অকপটে কহে ধনুর্দ্দাস !
'বহুকাল—বহু বর্ষ হ'তে
　　আমি প্রভু, সৌন্দর্য্য-ভিখারী,
বিধাতার অপার করুণা,
　　পাইয়াছি তাই হেন নারী !
রমণী সে অতি রমণীয়,
　　মরতের অমৃত-সম্পদ,
সারা বিশ্বে এর চেয়ে আর
　　নাহি কিছু আকাঙ্ক্ষা-আস্পদ।
সংসারের শতেক তাড়না
　　ভুলে যাই ওই মুখ চেয়ে,
তাই সদা চোকে-চোকে রাখি,—
　　হারাই বা পাছে নিধি পেয়ে !
বিশেষতঃ, এতই সুন্দর
　　নেত্র-যুগ মোর হেমাম্বার,—
মনঃ প্রাণ লইয়াছে কাড়ি,
　　সঁপিয়াছি সর্ব্বস্ব আমার !
হেমাম্বার হেম-মুখ-শশী
　　যদি ম্লান হয় রবি-করে
বড়ই যে বাজে মোর প্রাণে,—
　　যদি তায় স্বেদ-বিন্দু ঝরে !"

*　　*　　*　　*

"ভ্রান্ত তুমি বৎস ধনুর্দ্দাস!
　　হারায়েছ সৌন্দর্য্যের পথ,
নারী-রূপ-মরীচিকা-মাঝে
　　ভ্রমিতেছ দিগ্-ভ্রান্তবৎ!
সুন্দরীর পেলব-যৌবন
　　এই আছে, এই আর নাই,
রোগ-জরা-মরণ-পরশে
　　বর-বপুঃ হ'য়ে যায় ছাই,
অসার সে ক্ষণিক সম্পদে
　　মত্ত হ'য়ে যাপিতেছ দিন,
এ ত নহে সৌন্দর্য্যের পূজা,
　　সম্ভোগের বৃত্তি অতি হীন!
রূপ নহে লালসার ধন,
　　ব্যসনের নহে উপচার,
রূপ কভু হয় না বিরূপ,
　　নিরমল নিত্য ভাব তার।
রূপ যাহা দু'দিন থাকিয়া,
　　লুকাইয়া ছাড়ি চলি যায়,
তার পদে আত্ম বিকাইয়া
　　সার্থকতা কে লভে কোথায়?
ধনুর্দ্দাস! সৌন্দর্য্যের তরে
　　তব যদি এত আকিঞ্চন,
দেখাইব সে সৌন্দর্য্য আজি,
　　মোর সনে করো আগমন।"

আরত্রিক

*   *   *   *

ধীরে-ধীরে সন্ধ্যা নামি এল
শ্রীরঙ্গম-নগরের মাঝে,
মন্দিরেতে শ্রীরঙ্গনাথের
আরতির ঘন বাদ্য বাজে।
নর-নারী ভকতে-সেবকে
লোকারণ্য মন্দির-প্রাঙ্গণ,
মুখরিত, ধূমে সুবাসিত,
আলোকিত, পুলক-মগন।
তালে-তালে কাঁপে দীপ-শিখা,
পুরোহিত করেন আরতি,
ইতস্ততঃ নাচে সেই তালে,—
বুঝি নাচে দেবতা-মূরতি!
হিন্দু মোরা, পৌত্তলিক মোরা,
ভ্রান্ত মোরা সভ্যতার চোকে,
'সাকারের উপাসক মোরা'—
বলি হাসে কত-শত লোকে!
কিন্তু তারা বুঝিতে চাহে না,—
নিরাকার সাকারে প্রকাশ,
সান্ত-মাঝে অনন্তের খেলা,
হিন্দুই ত পেয়েছে আভাস!
ধন্য হিন্দু! সাধনা তোমার,
ধন্য তব ভক্তি ভগবানে,
নিয়ন্তায় তুষিতে এমন
জগতের কয় জন জানে?

কি কবিত্ব, কিবা পবিত্রতা,
আছে ওই আরতির মাঝে,
মধুরতা, কত বিভোরতা,
বিভু-প্রীতি উহাতে বিরাজে !

*　*　*　*

ভাগবত আচার্য্য-প্রধান
বাহু বেড়ি ধনুর্দ্দাস-কর,
দাঁড়াইয়া হেরেন আরতি
কর-জোড়ে স্থির-কলেবর।
ধনুর্দ্দাস যুক্ত দুই পাণি
অপলক, স্তম্ভিত-চরণ,
বুঝি তার তাহার যা কিছু
কোন্ রাজ্যে করে বিচরণ !

*　*　*　*

থেমে গেল আরতি-বাজনা,
সবে করি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম,
অভীপ্সিত প্রসাদ পাইয়া
চলি যায় নিজ-নিজ ধাম।

*　*　*　*

জনশূন্য অঙ্গনের মাঝে
তখনও দাঁড়ায়ে দুজন,
এক-দৃষ্টে শ্রীরঙ্গনাথের
চারু-মূর্ত্তি করে নিরীক্ষণ

আঁখি ফাটি দরদর-ধারে
বহি যায় পূত মন্দাকিনী,—
ঝঙ্কারিত হৃদয়ের মাঝে
বুঝি কোন্ অপূর্ব্ব রাগিণী !

*   *   *   *

"ধনুর্দ্দাস !"—জলদ-গম্ভীর
উঠে ধ্বনি ভাব-বিজড়িত,
দিগন্তের নিস্তব্ধতা যেন
অকস্মাৎ হ'ল চমকিত !
"কি হেরিছ ?—নির্নিমেষ কেন !
সৌন্দর্য্যের পেয়েছ সন্ধান ?
করিছ কি তুলনা তোমার
হেমাম্বার যুগল-নয়ান !"
রুদ্ধ-কণ্ঠে কহে ধনুর্দ্দাস,—
"একি প্রভু, একি হেরিলাম !
একি রূপ ! একি রূপরাশি !
উছলিছে কেন অবিরাম !
ও কি ওই অক্ষি-পুট হ'তে
কোটী-আঁখি সম হেমাম্বার,
আমারে যে করিল পাগল,
হরি নিল সকলি আমার !
এত রূপ ! এত রূপ প্রভু !
বিশ্ব যে গো রূপে গেল ভ'রে !
কোটী-কোটী হেমাম্বার রূপ,
আমি যে গো রূপের সাগরে !

ওই ভাতে অগণ্য ভাস্কর
তাও যে গো ওই রূপ-মাঝে,—
নাহি ক্লান্তি, নাহি মলিনিমা,
চিরন্তনী রূপ-জ্যোতিঃ রাজে।
ধরি দাও—ভরি দাও দেব !
ওই রূপ হৃদয়ে আমার,
দাসে ওই সৌন্দর্য্যের সুধা,
ভুঞ্জিবার দাও অধিকার !”

* * * *

ধনুর্দ্দাস ধূলি-বিলুণ্ঠিত,
সংজ্ঞাহীন আঙ্গিনার ’পরে,
বিলুণ্ঠিত আচার্য্য-প্রধান,
মুখে শুধু হরিনাম ক্ষরে !

—৪৪*৪৪—

রামানুজ

[ত্যাগ]

ধনুর্দ্দাস শিষ্য প্রিয়তম,—ছায়া-সম আচার্য্যের
ফিরে পাশে-পাশে,
অন্য শিষ্য সেবিবারে তাঁয় নাহি পায় অবসর,
কত-মত ভাষে।
বলে,—"দেব! একি লীলা তব! অনায়াসে শূদ্রত্বের
দিতেছ প্রশ্রয়!
অবহেলি দ্বিজ-শিষ্যগণে, ধনুর্দ্দাসে আকর্ষণ—
এ-ত ভাল নয়!
ভ্রম প্রভু, শূদ্র কর ধরি, শাস্ত্রালাপ শূদ্র সনে,
এ কি পরমাদ!
গুরুদেব! এ কি পক্ষপাত! অকিঞ্চনে বুঝাইয়া
ক্ষম অপরাধ।"

* * * *

"বৎসগণ! কেন বিচলিত!" কহিলেন যতিরাজ
প্রশান্ত হৃদয়,
"হিংসা-দ্বেষ, স্বার্থ-প্ররোচনা, দ্বৈধ-ভাব-আলোচনা
বৈষ্ণবের নয়।
ব্রাহ্মণ সে শুদ্ধ-সত্ত্বময়, ব্রহ্ম-ধ্যান, ব্রহ্ম-জ্ঞান,
নিত্য-সদাচার;
ক্ষত্রিয় সে সত্ত্ব-রজোময়, ন্যায়-যুদ্ধে আগুয়ান্,
তেজস্বী, উদার;

৬.

বৈশ্য সেই রজস্তমোভাবে কর্ম্ম-রত নিরন্তর
রহে চিত্ত যার,
শূদ্র সেই তমস্তমসায় আবরিত যেই মূঢ়
মূর্ত্ত অহঙ্কার !
বংশ ধরি, আভিজাত্য ধরি, দ্বিজ-শূদ্র, উচ্চ-নীচ
হয় না প্রমাণ,—
অরণ্যানী ব্যাল-ব্যাঘ্রময়, তারো মাঝে শিখি-পিক
করে নৃত্য-গান।
শূদ্র-কুলে জন্মি ধনুর্দ্দাস ব্রাহ্মণের সত্ত্ব-ভাবে
যদি যাপে দিন,
শূদ্র তারে কহিতে না পারি, জেনো বৎস, ব্রাহ্মণ সে
অহংজ্ঞানহীন।
ধনুর্দ্দাসে কত গুণ আছে, বৎসগণ, চাহ যদি
পরীক্ষা তাহার,
প্রতীক্ষায় রহ কিছুকাল, একদিন ঘুচাইব
সংশয় সবার।”

* * * *

আচার্য্যের আশ্বাস-বচনে শিষ্যগণ হৃষ্ট-চিতে
রহে নিরুত্তর,
পূত-স্নান, তিলক-সেবন, পূজার্চ্চন, গুরু-সেবা-
ব্যস্ত নিরন্তর।
ক্রমে ক্রমে কাল চলি যায়;—একদিন শিষ্যে এক
পাইয়া নির্জ্জনে,
কহিলেন আচার্য্য-প্রধান,—“দেখ বৎস, এক চিন্তা
করিয়াছি মনে,—

রাত্রে যবে অন্য শিষ্যগণ সিক্ত-বস্ত্র আঙ্গিনায়
দিবে শুকাইতে,
কোনোখানি ছিন্ন করি দিবে, অবশিষ্ট হবে তব
হরিয়া লইতে।
গুরু-বাক্য শিরোধার্য্য জানি, এই কার্য্য প্রীত-মনে
কর অনুষ্ঠান,
তিল পাপ নাহি পরশিবে, অধিকন্তু সকলেরি
ঘটিবে কল্যাণ।"

* * * *

প্রাতঃ-স্নান করি শিষ্যগণ আসি দেখে,—ছিন্ন বাস,
অপহৃত কার!
কেহ ক্রোধে আরক্ত-নয়ন, কেহ শাপ, কেহ গালি
দেয় বার-বার!
শিষ্যগণে হেরিয়া বিকল, ডাকি কন গুরুদেব,—
"এ নহে উচিত!
কালব্যাজ বসনের লাগি তেয়াগীর নিত্য কর্ম্মে
অতি বিপরীত!"

* * * *

ক্ষুণ্ণ মনে লজ্জানত মুখে শিষ্যবৃন্দ চলি যায়,
নিজ-নিজ কাজে,
রামানুজ হাসেন গোপনে,—সুশিক্ষার কত পন্থা
জাগে মনোমাঝে!

* * * *

ভুলিয়াছে শিষ্যগণ বসনের কথা,—কতক্ষণ
রেখা রহে জলে ?
গুরুদেব কহিলেন,—"আজি পরীক্ষিব ধনুর্দ্দাসে
শুনহ সকলে।
নিশা-যোগে শাস্ত্র-চর্চ্চাতরে আসিবে সে, লভি সেই
যোগ্য অবসর,
হেমাম্বার প্রতি অঙ্গ হ'তে অপহরি অলঙ্কার
আনিবে সত্বর।
আমি হেথা ভাগবত-গানে মুগ্ধ করি দীর্ঘকাল
রাখিব তাহায় ;
গুরু-আজ্ঞা করিতে পালন, যাও সবে, ঘটিবে না
কোনো অন্তরায়।"

* * * *

ধীরে ধীরে এল বিভাবরী,—ধনুর্দ্দাস গুরু-পদে
হইল প্রণত ;
শিষ্যগণ এক-এক করি অন্তর্হিত,—হ'ল সবে
গুরু-কার্য্য-রত।
সুবিশাল মর্ম্মর-প্রকোষ্ঠ সুসজ্জিত, সুরভিত
স্বর্ণ-দীপ জ্বলে,
গৃহ-গাত্রে মুকুরে-মুকুরে প্রতিবিম্ব পড়ি দ্যুতি
দ্বিগুণ উছলে।
সু-রজত পালঙ্কের বুকে দুগ্ধ-ফেণ শুভ্র-শয্যা,—
হেমাম্বা শয়ান,
অবসন্ন চারু-দেহ-লতা, নিমীলিত নিদ্রালস
যুগল নয়ান।

যেই রূপ মল্ল ধনুর্দ্দাসে মোহ-পাশে রেখেছিল
কত কাল ধরি,
সেই রূপ সেইরূপ যেন—আরো বুঝি ছড়াইছে
লাবণ্য-লহরী !
প্রতি-অঙ্গে হীরক-জড়িত, হিরণ্ময়, তনু-রুচি
ভূষণ-সম্ভার
পরশিয়া বর-দেহ যেন ঝলকিছে !—শিষ্যগণ
হেরে নির্ব্বিকার !

* * * *

হেমাম্বার মণিবন্ধ হ'তে খুলি লয় সন্তর্পণে
কঙ্কণ, বলয় ;
খুলি লয় কেয়ূর, কুণ্ডল, আরো কত সুশোভন
ভূষা মণিময়।
সব্য-ভাগ অলঙ্কারহীন ;—সহসা সে ভুজ-লতা
হইল কম্পিত,
পাশ ফিরি শুইল সুন্দরী ; —শিষ্যগণ পলাইল—
জানি জাগরিত।
উপনীত আচার্য্য-চরণে ; গুরুবর ধনুর্দ্দাসে
দিলেন বিদায়।
"হরিয়াছি একদেশ হ'তে অলঙ্কার" শিষ্যগণ
নিবেদিল তাঁয়।
"অকস্মাৎ জাগিল রমণী—না পারিনু অন্য-অঙ্গে
হরিতে ভূষণ,
গুরু-আজ্ঞা,—চৌর-বৃত্তি তবু, হৃদয়ের শক্তি তাহে
রহে কতক্ষণ ?"

*　　*　　*　　*

"সাধু—সাধু! প্রিয় শিষ্যগণ! ইহাতেই সিদ্ধ হবে
উদ্দেশ্য আমার,
এতক্ষণে নিজ-নিকেতনে শুনিয়াছে ধনুর্দ্দাস
চৌর্য্যের ব্যাপার।
চল মোরা রহি অন্তরালে, দম্পতির ব্যবহার
হেরিব কৌতুকে,
বুঝা যাবে ধনুর্দ্দাসে আজি,—কোন্ উক্তি বহির্গত
হয় তার মুখে।"

*　　*　　*　　*

গৃহে আসি হেরে ধনুর্দ্দাস,—হেমাম্বার অর্দ্ধ-অঙ্গ
অলঙ্কারহীন,
জাগরিতা সৌন্দর্য্যের রাণী, মুখখানি সদ্য-ফোটা
প্রফুল্ল নলিন!

*　　*　　*　　*

ধনুর্দ্দাস জিজ্ঞাসে বিস্ময়ে,—"প্রিয়তমে, একি বেশ!
একি খেলা সতি!
এক অঙ্গে রাজরাজেশ্বরী, অন্য অঙ্গে সাজিয়াছ
ভীমা ধূমাবতী!"
হাসি হাসি কহে সুলোচনা,—"জানই ত আমরা যে
চোর-উপাসক!
নটরাজ চোর-চূড়ামণি!—সাধু কভু হ'তে পারে
শঠের সেবক!

নবী-চুরি মাতা যশোদার, যমুনায় বাস-চুরি
গোপ-বালিকার,
রাধা বলি বাজাইয়া বাঁশী মন-প্রাণ-কুল-মান
চুরি রাধিকার ;—
সে চোরের শ্রীচরণ-রেণু বৈষ্ণবেরা হরিয়াছে
আমার ভূষণ ;—
কিন্তু চোর কতক্ষণ রহে ?—গৃহী হ'লে সচেতন
করে পলায়ন !
অর্দ্ধ-অঙ্গে অলঙ্কার যবে উন্মোচিত,—শুইলাম
পাশ ফিরি সুখে,
দিতে সব অন্য-অঙ্গ হ'তে বৈষ্ণবের সেবা-কার্য্যে
আশা-ভরা বুকে।
কিন্তু হায় হতভাগী আমি,—ঘটিল না তত সুখ
অদৃষ্টে আমার,—
পলাইল প্রিয়-চোরগুলি, অসম্পূর্ণ রাখি যে গো
চৌর-ব্যবহার !”

* * * *

“বড় ভুল”—কহে ধনুর্দ্দাস, বিক্ষোভিত কিন্তু তবু
প্রশান্ত-সাগর !
“বড় ভুল—বড় ভুল তব, হারায়েছ আজি প্রিয়ে,
শুভ-অবসর !
করিয়াছ কি অনর্থপাত ! ছি ছি সতি ! অহং-জ্ঞানে
ঘুমালে জাগিয়া,—
বৈষ্ণবেরে অলঙ্কার দিতে পাশ ফিরি শুতে গেলে
কিসের লাগিয়া !

বুঝিলে না—বুঝিলে না নারি, কার ধন কার ভোগ্য,
কেবা কাড়ি লয় ;
কারে তুমি করিতে অর্পণ, গরিমায় মত্ত হ'য়ে
করিলে প্রলয় !
অলঙ্কার—নহে ত তোমার ! ওই রূপ—যার তরে
ভূষণের শোভা,
ধর্ম্মদাসে কিনেছিলে ধনি ! যেই মণি-বিনিময়ে
মুনি-মনোলোভা ;
ওই প্রেম—হেমাম্বা-সুন্দরি ! মোর বলি মোরে যাহা
দিলে উপহার,—
এখনো কি ভ্রান্তি ঘুচে নাই—এখনও বুঝ নাই
এ সব কাহার !
দিবা-নিশি শ্রীরঙ্গ-ঈশ্বরে অনুধ্যান,—গুণ-গান
শয়নে-স্বপনে,
করিয়াছ হৃদয়ের রাজা,—তথাপি সে আমিত্বেরে
পোষিছ গোপনে !
শিখ নাই আত্ম-বলিদান, শিখ নাই বিচূর্ণিতে
তুচ্ছ অহঙ্কার,
শিখ নাই বৈষ্ণবের সেবা, প্রলোভনে ভুলাইল
কাল অলঙ্কার !
চল ত্বরা, গুরুদেব-পদে নিবেদিব,—যদি হয়
কোনো প্রতীকার,
জিজ্ঞাসিব লুঠিয়া চরণে,—কিসে নাশে অন্ধকার
চিত্তের বিকার।"

* * * *

"ধন্য তুমি—ধন্য ধনুর্দ্দাস! দ্বারে আসি উপস্থিত
গুরুদেব তব,
শত ধন্য আচার্য্য তোমার, ভাগ্যে লভি তোমা সম
শিষ্য অভিনব।
হেমাম্বায় ক'রো না ভৎর্সনা,---রমণীর শিরোমণি
তব ওই নারী,
রমণীতে বৈষ্ণবের 'পরে এত ভক্তি, স্বার্থ-ত্যাগ,
যাই বলিহারি!
শিষ্যগণ! ঘুচেছে সংশয়?---বুঝিয়াছ ধনুর্দ্দাস
কেন প্রিয় মোর?
ক'রেছিলে শূদ্রে তৃণ-জ্ঞান,—ঘুচিল কি জাতিত্বের
অভিমান-ঘোর?
তুচ্ছ সেই বসনের লাগি, ক'রেছিলে অভিনয়
রোষ-প্রহসন,
আজি এই হেমাম্বার পাশে শিখিলে কি মহা-নীতি
হরিয়া ভূষণ?
কি বলিল শূদ্র ধনুর্দ্দাস?—পাইয়াছ বাক্যে তার
শূদ্রত্ব-আভাস?
বুঝিলে কি, বিলাসের মাঝে শিখিয়াছে দুই জনে
পরম-সন্ন্যাস!"

*　　*　　*　　*

শিষ্যগণ বাক্‌শক্তিহীন, দাঁড়াইল কর-জোড়ে
আচার্য্য-সম্মুখে,
ধনুর্দ্দাস ল'য়ে হেমাম্বায় গুরুদেব-পদতলে
লুঠাইল সুখে!

আহ্নিক

অলক্ষিতে পোহায় শর্ব্বরী ; উষা আসি মৃদু-হাসি
ছড়াইল ধীরে,—
নাট-মঞ্চে প্রভাতী-বাজনা জাগাইল রঙ্গনাথে
শ্রীরঙ্গ-মন্দিরে।

তুলসীদাস

[মোহ]

নক্ষত্র-অভুক্ত-মূলে জনমিলে পুত্র নাকি অতি দুর্লক্ষণ,—
পিতৃহন্তা হইবে কুমার,
সদ্যোজাত শিশু ল'য়ে মাতা-পিতা তাই,—নিষ্করুণ আচরণ
বংশ-দীপ কৈলা পরিহার!
কিংবা ইহা ভবিতব্য, উপলক্ষ্য তাঁরা ;—নতুবা যে গর্ভ-বাসে,
যে ঔরসে এমন তনয়,
সে যে অতি পুণ্য-ক্ষেত্র, সে যে পূত-বীজ, ঘৃণ্য কাম-তৃপ্তি-আশে
সে মিলন কখনো ত নয়!
পুত্র ভাবী-মহাত্যাগী, মমতা-বন্ধন শ্লথ তাই, যেথা তার
দৃঢ়তর পূর্ণ আকর্ষণ ;—
জনম প্রথম হ'তে ত্যাগের সূচনা,—ব্যতিক্রম মমতার,—
বাহ্য-দৃশ্যে রূঢ় নিদর্শন।
শুধু তাই ?—ত্যক্ত শিশু পালিত-বর্দ্ধিত—তাও কিনা তেয়াগীর
পবিত্র সে আশ্রম কুটীরে!
যেথা নাই প্রলোভন,—নাহি আকর্ষণ,—আছে শুধু সুগভীর
অনাসক্তি অন্তরে-বাহিরে।
সন্ন্যাসীর দত্ত নাম "শ্রীতুলসীদাস"। ধীরে ধীরে অবসান
কৌমার,—সে যুবক বালক,
শিখিল সংযম আর শিখিল সন্ন্যাস, শিখিল সে রাম-গান
যাহে হয় রোমাঞ্চ-পুলক।

ত্যাগের আদর্শে গড়ি সন্ন্যাসীর মনে,—কে বুঝে রহস্য তাঁর ?
হ'তে পারে---পরীক্ষার তরে,
তুলসীরে নিজে আসি দিলেন ফিরায়ে. সংসারের দিতে তার,
জনক ও জননীর করে।

*　　*　　*　　*

সংসারী তুলসীদাস,—পত্নী রত্নাবলী ; রত্নের আবলী বটে,—
লাবণ্য সে নহে মানবীর,
কিবা লীলায়িত গতি, সুঠাম মূরতি, ছবি যেন চিত্রপটে,
নেহারিলে আঁখি রহে স্থির !
হাসিতে মুকুতা ঝরে, গণ্ডে মরকত, চক্ষে নীলকান্তমণি,
হীরকাভা নখরে নখরে,
চন্দ্রকান্ত, সূর্য্যকান্ত, কান্ত পদ্মরাগ অনুরাগে ভাগ্য গণি
অঙ্গ-রাগে নিরত বিহরে।
হেন রত্ন-হার পরি শ্রীতুলসীদাস—হেন তিলোত্তমা লভি
অঙ্ক-লক্ষ্মী—তপোলব্ধ ফল,
পরাশর-আদি ঋষি যাহে বিচলিত,—রমণীর রম্য ছবি
কৈল তাঁরে মাধুরী-বিহ্বল !
মাধুরী রূপের শুধু !—সেই মাধুরীতে চঞ্চল তুলসীদাস !
তুচ্ছ তৃণে বদ্ধ ঐরাবত !
তা ত নয়,---এযে প্রেম !—প্রেমের মাধুরী ! মধুময় এ বিলাস
বসুধার সুধা-কুম্ভবৎ।
ভক্তিমতী গুণবতী রামা,—নারীত্বের নিখুঁত প্রতিমাখানি,
রত্নাবলী নারী-শিরোমণি,
তাঁর প্রতি আকর্ষণ,—মরতের চোকে খুঁজিয়া না পায় গ্লানি,—
সে মিলন অতি সুশোভনই !

তবু হায় এ যে মোহ ! এ যে গো বন্ধন, বৈরাগ্যের অন্তরায় !
ভাগবত শ্রীতুলসীদাস---
তাঁর প্রিয়া রত্নাবলী সামান্যা ত নয় !---নশ্বরের লালসায়
পতি-গলে পরাইবে ফাঁস !
সতুলসী-গঙ্গোদক—যোগ্য সমাহার,—ভকত-বৎসলে দিতে
ভকতের প্রিয়তম দান,
সে কি কভু অনর্থক – বিসদৃশ কভু,—যেই পূত অর্ঘ্য নিতে
ব্যগ্র সদা নিজে ভগবান !

*　　*　　*　　*

শুভক্ষণে পতি-পাশে লইয়া বিদায়,—চলিলেন রত্নাবলী
কিছুদিন পিতার আলয়ে,
তুলসীর চিত্তাকাশ করিয়া আঁধার, পৌর্ণমাসী গেল চলি
জোছনার সব টুকু ল'য়ে !
রত্নাবলী তাই চান্,—স্বামী-চিদাকাশে নহে তাঁর আকিঞ্চন
চন্দ্রমার নকল কিরণ,
চান্ তাহে ভাস্করের দ্যুতি নিরমল ;—তাই তাঁর পলায়ন
মোহ-পাশ-বিচ্ছেদ-কারণ।
বিসর্জ্জিয়া আত্মসুখ, প্রতিষ্ঠা নিজের, স্বেচ্ছায় পিঞ্জরাগত
মুক্তি দিয়া প্রিয় বিহঙ্গমে,
চলিলেন রত্নাবলী পতির আড়ালে,—যদি পূর্ব্ব-স্মৃতি যত
উদ্বোধিত হয় তাঁর ক্রমে।

*　　*　　*　　*

কিন্তু এ কি ! শ্রীতুলসীদাস ! কি উদ্‌ভ্রান্তি ! এইমাত্র রত্নাবলী
গিয়াছেন চলি শিবিকায়,
ক্ষণিকের অন্তরাল দুঃসহ এমন ! একেবারে চিত্ত দলি
ক'রে দিল পাগলের প্রায় !

দ্রুত-গতি বাহিরিলা পথে,—প্রেমোন্মত্ত, ছুটি যান কাঁদি কাঁদি
প্রিয়া লাগি শ্রীতুলসীদাস ;—
"ফিরে এস প্রাণেশ্বরি, শিবিকা ফিরায়ে, কি দিয়ে হৃদয় বাঁধি !
তুমি যে গো জীবনের শ্বাস !"

* * * *

রত্নাবলী পিত্রালয়ে এইমাত্র আসি হ'য়েছেন উপনীত,
চোকে অশ্রু, মুখে হর্ষরাশি,
পতির বিরহ-চিহ্ন নয়নে প্রকাশ, বদনেতে বিকশিত
প্রিয়-জন-মিলনের হাসি।
দ্বারদেশে কে এ ! স্বামী ! শ্রীতুলসীদাস ! অসম্ভব এ বারতা
ভাল করি আঁখি মুছে বালা ;—
সত্যই ত প্রিয়তম তাঁর ! স্বপ্ন সত্য—একি সত্য উপকথা !
এত তীব্র বিরহের জ্বালা !
দাঁড়াইলা ফিরি রত্নাবলী—তড়িন্ময়ী বিচ্ছুরিয়া স্বামী-পানে
মর্ম্মস্পর্শী লীলা ভ্রূকুটির,—
কিন্তু তায় নাহি অবহেলা,—ঘৃণা নাই,—পূর্ণ শুধু অভিমানে
মহীয়সী যোগ্য রমণীর।
নির্ব্বাক্ তুলসীদাস স্তব্ধ কতক্ষণ ;—কহিলেন পরে ধীরে,—
"না পারিনু রহিবারে ঘরে,
ক্ষমা কর প্রেমাধীনে তব প্রিয়তমে, কৃপা কর বিরহীরে,—
আর ব্যথা দিও না অন্তরে।
এরি মাঝে যেন এক যুগ চ'লে গেছে ভিখারী এ তুলসীর
মর্ম্মন্তুদ বেদনে রোদনে,
রত্নাবলী-হারা হ'য়ে রবে না তুলসী,— পিপাসার সে যে নীর,
ধনী সে যে রত্নাবলী-ধনে !

পালিত সে সন্ন্যাসীর ক্রোড়ে, শিখেছিল---শিখে যবে পেয়েছিল
বৈরাগ্যের, ত্যাগের সন্ধান,
সংসার-মরুভূ-মাঝে ধূ ধূ বালুকায়,---করুণায় নিরমিল
বিধি এই বল্লরী-বিতান
তারি তরে,-- জানিত না। অয়ি প্রেমময়ি! অকিঞ্চন ভুলে গেছে
বৈরাগ্যের নিঠুর সংবাদ,
তোমারি হৃদয়ে তার আত্ম বিকাইয়া বড় শান্তি সে পেয়েছে
লভি তব প্রেম-পরসাদ।"

* * * *

লুঠায়ে পড়িলা ধনী স্বামীর চরণে,—বায়ুচ্ছিন্ন ফুল-কলি,
শরাহত হরিণীর মত,
প্রেম তোষামোদ-পূর্ণ মিষ্ট-সম্ভাষণ ভাবিলেন রত্নাবলী,
চিত্ত তায় হইল বিক্ষত।
বেড়িয়া মৃণাল-ভুজে চরণ দু'খানি, চাহি চিরারাধ্য-পানে,
নেত্রে বহে অশ্রুর নির্ঝর,
কহিলেন,—"হে স্বামিন্, গতি-মুক্তি মম, অধীনীর ক্ষুদ্র-প্রাণে
কেন দাও দুর্ব্বহ নির্ভর!
ও পদে নূপুর-তুল্য নহে রত্নাবলী,—কেন তারে বুকে রাখি
অকল্যাণ করিছ তাহার!
যে বিশাল হৃদয়ের পরতে-পরতে রামনাম নেছ আঁকি,
সেথা তার নাহি অধিকার।
রামদাস তুমি দেব! আমি দাসী তব, ধনী তুমি রাম-ধনে,
কে গো বল এমন ভিখারী!
যাঁহার কিঙ্কর তুমি বিশ্বপতি তিনি, দেখ ভাবি মনে-মনে.
তিনি যে গো ভব-ব্যথা-হারী!

আন্তরিক

আত্ম-বিস্মৃতির কোলে কেন অচেতন ? কর আঁখি উন্মীলন,
বুঝি লও প্রেমের আস্বাদ ;—
প্রেম নহে রমণীর প্রেম,—সে যে তুচ্ছ মহূর্ত্তের সুস্বপন,
আসে পরে ক্লান্তি-অবসাদ !
সংকীর্ণ সে সীমাবদ্ধ মোহ আবেষ্টনে, এ সংসার-কারা-মাঝে
বদ্ধ যেই, শুধু তার তরে,
শিখিবারে বিশ্ব-প্রেম প্রথমের পাঠ ; তোমার ত নাহি সাজে
জ্ঞানী তুমি,—নামি নিম্ন-স্তরে !
তোমারি এ পাদ-মূলে সেবিতে সেবিতে, শিখিয়াছি কত কথা,
নিজ-মুখে ক'রেছ প্রচার,—
নামে রুচি, নামে শুচি, নামেতেই সব, নামে হরে সব ব্যথা,
এ সংসারে রামনাম সার।
শুনায়েছ রামনামে নদীর কল্লোল,—গাহে রাম অভিরাম
দিবা-নিশি বায়ুর নিঃস্বন,
শুনায়েছ মেঘ-মন্দ্রে মন্ত্র রামনাম ; নির্ঝরেতে অবিরাম
রামনাম করে বরিষণ ;
শুনায়েছ রামনামে বিহগ-কাকলী, রামনামে ঝিল্লি রব,
রামনামে গুঞ্জে মধুকর,
শব্দময়ী ধরিত্রীর প্রত্যেক স্পন্দন রামনাম-মহোৎসব,
রামনাম ধ্বনি নিরন্তর ;
শ্যামলা প্রকৃতি সে যে রাম-অনুরাগে, ক্ষরে রাম-প্রেম-ধারা
শিশিরেতে শ্যামল পল্লবে
রাম-অনুরাগে নাচে নীলোর্ম্মি সাগর,—রামনামে মাতোয়ারা,
খুঁজে রাম হৃদয়-বল্লভে,
ঊর্দ্ধে নীল নভস্তল রাম-অনুরাগী—গ্রহে-গ্রহে রামায়ণ
লিখিয়াছে আপনার বুকে,

ব্রহ্মাণ্ডের পানে চাহি করিছে ইঙ্গিত,—'মুক্ত হও বিশ্ব-জন,
মুক্ত-কণ্ঠে রাম বলি মুখে।'
তুমি যে প্রেমিক-শ্রেষ্ঠ, প্রেমী রাম-প্রেমে, সামান্য এ রামা-প্রেম
নহে তব কামনা-বিষয়,
পান করি সুর-সুধা সুরায় পিয়াস, বৈদূর্য্য ফেলিয়া হেম,
এ বিকার কভু ভাল নয়!
ছি ছি নাথ! লজ্জা নাহি! কি বলিব! একি প্রেম! নারী সাথে সাথে
ছুটে এলে হ'য়ে লোভাতুর!
অস্থি-চর্ম্মময় দেহে এই প্রেম—দিতে যদি রাম-রঘুনাথে
ভব ভয় হ'ত তব দূর! *
আমি নারী যত বিঘ্ন, সুষমা আমার সম্মুখে তোমার আসি
লাগায়েছে চপলা-চমক,
তাই রূপ-শিখা ল'য়ে দূরে আসিয়াছি, আমি তব সর্ব্বনাশী
হ'য়েছিনু পথের কণ্টক।
যাও প্রভু, ফিরে যাও, আর যাদুকরী ঘটাবে না পরমাদ,
দাঁড়াবে না মোহিনীর বেশে,
শিরে দাও পদ-রেণু—কর আশীর্ব্বাদ, পূরে যেন মনোসাধ,
স্বরূপেতে দেখা দিও এসে।

* * * *

লাজ ন লাগত আপুকি দৌড়ে আয় হো সাথ।
ধিক্ ধিক্ এয়সে প্রেমকী, ক্যা কহুঁ ময় নাথ॥
অস্থি-চর্ম্মময় দেহ মম, তাসোঁ যেয়কী প্রীত।
তৈসো যো শ্রীরাম মহঁ, হোত ন তোঁ ভবভীত॥
তুলসীদাস

অঞ্চল ভরিয়া ল'য়ে স্বামী পদ-ধূলি শিরে তুলি গুণ্ঠ-বাস,
রত্নাবলী প্রবেশিলা ঘরে,
ধ্বনিল কবাট, ত্বরা পড়িল অর্গল! দ্বারে শ্রীতুলসীদাস
স্থির নেত্র,---কথা নাহি সরে!

তুলসীদাস

[মুক্তি]

ধন্য বটে নারী রত্নাবলী স্বামীরে যে করি পরিহার,
দেখাইলা গন্তব্যের পথ,
ধন্য তাঁর আত্ম-বিসর্জ্জন, নহে কি গো বিনিময়ে তার
পতি তাঁর অতীব মহৎ ?
কেটে গেছে মোহ-যবনিকা, ছুটে গেছে নেশা আসক্তির,
যোগীরাজ শ্রীতুলসীদাস,
রাম জ্ঞান, রাম-রূপ ধ্যান, সর্ব্ব-অঙ্গে রাম-রঘুবীর,
রাম-সেবা চির-অভিলাষ।
রামনামে সমাধি-মগন, রাম-প্রেমে অঙ্গ-শিহরণ,
'রা' বলিতে নেত্রে বহে নীর,
এ কি চিত্ত ! এ কি চিত্ত-জয় ! একি ত্যাগ আত্ম-স বরণ,
একেবারে জিতেন্দ্রিয় বীর !
রত্নাবলী-রূপ-মধুরিমা দেব-ভোগ্য সুরভি-সম্ভার,
অভিনব প্রেম-মধু তায়,
মরতের অমৃত মদিরা ভুঞ্জিবার পেয়ে অধিকার
কয় জন ঠেলে দেয় পায় ?
কিন্তু এ যে প্রশান্ত-সাগর ! উঠেছিল দু দিনের তরে
বিকারের উদ্দাম ঝটিকা,
জেগেছিল ভৌতিক নর্ত্তন, সে'বিশাল হৃদয়ের 'পরে
ক্ষণস্থায়ী ব্যাত্যা-বিভীষিকা।

আরম্ভিক

যেমনি সে কেটে গেল মেঘ, ঝঞ্ঝা-বারী বায়ু-প্রহরণে
সতীর সে স্বরূপ বচন,
ধ্যান-মগ্ন স্তব্ধ জল-নিধি সমুজ্জ্বল রবির কিরণে,
কি অপূর্ব্ব ভাব-বিবর্ত্তন !
তবু যথা ঝটিকার পরে ইতস্ততঃ চূর্ণিত জলদ
ভ্রমে শুভ্র-কাশ-গুচ্ছ-সাজে,
তুলসীর মানস-আকাশে রত্নাবলী-স্মৃতি মনোমদ
এখনও রাজে মাঝে-মাঝে ।
নাহি তায় লিপ্সা আসঙ্গের, আছে শুধু ত্যাগের বড়াই,
আছে তায় বিন্দু অভিমান.
পরশিয়া ত্যাগের অনল সব বটে হ'য়ে গেছে ছাই,
পুড়ে নাই প্রেমের নিশান !

* * * *

একদিন পত্নী রত্নাবলী জানিবারে স্বামীর হৃদয়,
লিখিলেন প্রণয়-লিপিকা ;—
"আমি হেথা কনক-বরণী, শুন শুন সাধু মহাশয়,
ক্ষীণ-কটি তোমারি প্রেমিকা,
সখিগণ সহ করি বাস বুক ফাটে বিরহে তোমার,
ফাটুক্ সে নাহি ভয় মনে,
ভয় শুধু এইটুকু বাসি, অন্য কোনো রত্নাবলী হার
পর পাছে প্রেমে সংগোপনে ।" *

* * * *

---

* কটিকী খীনী কনকসী রহত সখিন সঙ্গ সোই ।
মোহি ফাটে কি ডর নহি, অনত ফটে ডর হোই ॥
তুলসীদাস

উত্তরেতে লিখেন তুলসী,— "সখা-সখী মোর রঘুনাথ,
শিরে জটা ক'রেছি বন্ধন,
লভি শিক্ষা সমীপে তোমার, করি প্রীতি রঘুনাথ-সাথ
পেয়েছি যে প্রেম-আস্বাদন ! *
দুই ভাই শ্রীরাম-লক্ষ্মণ চিত্রকূট ঘাটে দরশন,
রত্নাবলি, কি ভাগ্য আমার !
মাগি লন চন্দন-চর্চ্চনা, যুগল শ্রীঅঙ্গ-পরশন,
হরষণ অপূর্ব্ব ব্যাপার !
এক দিন হেরেছি নয়নে— রথে বসি ভাই চারিজন,
পদ-প্রান্তে পবন-কুমার,
নিজ করে ক'রেছি আরতি নিজ করে ক'রেছি বাজন,
রত্নাবলি, কি ভাগ্য আমার ! ঃ
যে তুলসী ছিল এক দিন কূপ-বদ্ধ মণ্ডূকের মত,
নারী-রূপ পরমার্থ জানি,
মগ্ন সে যে রূপের সাগরে যাহে রত্নাবলী শত শত
ক্ষুদ্র বারি-বিন্দু পরিমাণি !

---

* কটে এক রঘুনাথ সঙ্গ, বান্ধি জটা শির কেশ।
হম ত চাখা প্রেমরস, পত্নীকে উপদেশ ॥

তুলসীদাস

ঃ চিত্রকূটকে ঘাট মেঁ ভৈ সাধুন কী ভীর।
তুলসীদাস চন্দন ঘিসে, তিলক করে রঘুবীর ॥

* * * *

রথ সওয়ার প্রভু চারিহু ভাই।
করত পবন-সুত পদ সেবকাই ॥
তুলসীদাস তব আরতি সাজা।
লখয়ো নয়ন ভরি রঘুকুলরাজা ॥

তুলসীদাস

পেয়েছে যে প্রকট দর্শন সাধ্য কিগো নারী-অনুরাগ
আর তারে করিবে বন্ধন ?
অনর্থক চিন্তা কর দূর, স্বামী তব শিখিয়াছে ত্যাগ,—
রাম-প্রেমে চিত্ত-সমর্পণ।”

* * * *

পত্র পড়ি সতী রত্নাবলী, মুখে হাসি উঠে উলসিয়া,
কত তৃপ্তি, কত যে আশ্বাস !
কভু শিরে, কভু রাখে বুকে,— প্রেমলিপি পাইয়াছে প্রিয়া !
মিটেছে যে প্রাণের পিয়াস !
একি প্রেম ত্যাগের মাঝারে, একি প্রীতি বৈরাগ্যের মাঝে,
অভিনব একি উদাসিনী !
গৃহ ত্যাগী সন্ন্যাসী তুলসী, রত্নাবলী সন্ন্যাসিনী-সাজে
রামরতা সংসার-বাসিনী !
অনুক্ষণ শ্রীরাম-চিন্তন, অতিথির সেবা প্রতিদিন,
উপবাস ব্রত ও পারণ ;
মাগিছেন,—“কর প্রভু কর, পতি মোর তব সেবাধীন,
মোহ তাঁর কর নিবারণ।”

* * * *

এই ভাবে কত কাল গত,
পতি-পত্নী না হয় সাক্ষাৎ,
সাধনায় কেটে যায় দিন ;
দিবানিশি রাম-সেবারত,
অন্য চিন্তা না করে ব্যাঘাত,
চিদাকাশ মেঘ-লেশহীন।

অলক্ষিতে যৌবন-জোয়ার
চ'লে গেছে সাধু-দম্পতির,
দোঁহে বৃদ্ধ তাপস-তাপসী ;
কেহ খোঁজ রাখেনা কাহার,
ক্ষীণ-রেখা অতীত স্মৃতির
দোঁহে সাধে দোঁহা কার্য্য বসি।

একদিন তপস্বী জনেক
মুখে গাহি 'রামায়ণ' গান,
ভাবে ভরা গীত 'দোঁহাবলী',---
নেত্রে সদা অশ্রু-অভিষেক,
রাম-প্রেমে পাগল পরাণ,
উপনীত যথা রত্নাবলী।

সাধু আজি অতিথি দুয়ারে,
রত্নাবলী করিয়া প্রণতি
মাগিলেন পূজা-পরসাদ ;
ভক্তি-পূতা নিরখিয়া তাঁরে
সন্ন্যাসীও দিলেন সম্মতি
মিটাইতে নারী-মনোসাধ।

কার দ্বারে কে আজ অতিথি,
কেবা করে আতিথ্য-সংকার,
না জানেন শ্রীতুলসদীাস
সে যে কত যুগান্তের স্মৃতি,
তার পরে ভাব-ঝটিকার
নৃত্য গেছে কত বর্ষ মাস !

আরম্ভিক

যে দুয়ারে আসিয়া দাঁড়ায়ে
শ্রীতুলসী বিরহ-বিধুর
যাচিলেন নারীর প্রণয় ;
পাইলেন যে দ্বারে জুড়ায়ে
রমণীর ভর্ৎসনে মধুর,
চিদানন্দ-সুন্দর চিন্ময় ;

সেই দ্বারে অভ্যাগত-বেশে
সমাগত শ্রীতুলসী আজি,
সেই নারী রত্নাবলী তাঁর—
পূজার্চ্চন করেন বিশেষে,
চিনিতে না পারেন বাবাজী—
বিচ্ছিন্ন যে সূত্র মমতার !

চিনেছেন কিন্তু রত্নাবলী !
পতি-চিন্তা রাম-চিন্তা যাঁর,
পতি-ত্যাগ যাঁর পতি তরে ;
পতি তরে যাঁর আত্মবলি
চিনিতে কি বাকি থাকে তাঁর
নিজ পতি, হোক্ যত পরে !

চিনিয়াও নাহি দিয়া চিনা,
মনে মনে হ'য়ে কুতূহলী
আরম্ভিলা পরীক্ষা পতিরে ;—
সাধুজী স্ব-পাকে খান্ কি না !
পার্শ্বে বসি হ'য়ে কৃতাঞ্জলি
জিজ্ঞাসেন যাহা চাই ধীরে ;—

"কহ প্রভু, কিবা প্রয়োজন,
মরিচ কি লঙ্কা কথঞ্চিৎ ?"
সাধু কন,—"ঝুলিতেই আছে।"
"কর্পূর ত চাহে সাধুজন ?"
সাধু কন, "আছে গো সঞ্চিত,
কিছু নাহি চাহি তব কাছে।"

প্রসাদান্তে সাধুর বিশ্রাম,
রত্নাবলী কন করপুটে,—
"দাসী পদ-সেবা অভিলাষী।"
সাধু কন স্মরিয়া শ্রীরাম,—
"বহুদিন নেশা গেছে টুটে,
সাধু নহে সেবার প্রয়াসী।"

অভিমান-ক্ষুণ্ণা গরবিণী,
লোল-চর্ম্ম-বিশাল-নয়ন
বিস্ফারিয়া কহিলেন ধীরে ;—
"ভুলেছ কি সকল কাহিনী !
রত্নাবলী তব কোন্ জন ?
আসিয়াছ কাহার কুটীরে ?

হ'য়েছিল তব এই নারী
এই সেই কুটীরের দ্বারে
একদিন কাঙ্ক্ষিত রতন ;
আজি পুনঃ কুরূপা নেহারি
ঠেলিতেছ কেন পায় তারে ?
উচিত কি হেন অযতন !"

আন্তরিক

অপ্রতিভ শ্রীতুলসীদাস,
মনে পড়ে গত কথা যত,
"তাই বটে—সেই রত্নাবলী !
—পূরাইব সেবা অভিলাষ ?—
পুনঃ হব নারী-উপরত ?
ব্যর্থ হবে সাধন সকলি !

অসম্ভব"—কহেন তুলসী,—
"যেথা রাম, সেথা নাহি কাম,
যেথা কাম, রাম সেথা নাই ;
আজি যদি রমণী পরশি,
রঘুনাথ হইবেন বাম,
রবি ও রজনী ভিন্ ঠাঁই। *

রত্নাবলি ! ঋণী তব কাছে
সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী তুলসী,
শিখিয়াছে পরম সন্ন্যাস,—
কিন্তু কিছু বলিবার আছে,
মুখে ধরি সুধার কলসী
টানি নিতে করিছ প্রয়াস !

বিসদৃশ একি ব্যবহার !
ত্যাগী আমি কামিনী-কাঞ্চন,
তুমি হ'য়ে উপলক্ষ্য তার,—
হন্তা হ'তে চাহিছ আবার,
দেখাইয়া সেবা-প্রলোভন,
নারী-লীলা অতি চমৎকার !

---

* যহাঁ রাম তহাঁ নাহি কাম যহাঁ কাম তহাঁ নাহি রাম।
রবি রজনী দোনো নাহি বসে এক ঠাম ॥ তুলসীদাস

দূরে যাও, দূরে যাও নারি,
ত্যজিয়াছি যারে একবার,
এ সংসারে নিষ্ঠীবন-সম,
বশ্য হবে তুলসী তাহারি!
দুরাকাঙ্ক্ষা অতীব তোমার,
যাও নারি,—দূরে যাও মম।"

"এত তেজ, এত অহঙ্কার,—
এত তব ত্যাগের বড়াই!"
কহিছেন হাসি রত্নাবলী—
"এ সংসার করি পরিহার,
দেখি পুনঃ পাতায়েছ তাই—
ত্রুটী নাই, ঝুলিতে সকলি।

ঝুলিতেই মরিচ, কর্পূর,
অবশ্যই সব তাতে আছে,
দৈনন্দিন প্রয়োজন যাহা;
সঞ্চয়ে ত পটুতা প্রচুর!
ত্যাগ শুধু রমণী। কাছে,
বলিহারী ত্যাগ বাহা-বাহা!!

যে ঝুলিতে ব্রহ্মাণ্ডের ঠাঁই,
নাম-মাত্র গৈরিক বসন,—
খেচরান্ন সংসার-সন্ন্যাস,—
সে ঝুলিতে বুঝিয়া না পাই,
কহিছ কি প্রলাপ-বচন!
নাহি ঠাঁই আমি করি বাস!" *

* খরিয়া খরী কপূর লোঁ। উচিত ন পিয় তিয় ত্যাগ।
কৈ খরিয়া মোহি মেলি কৈ অচল করো অনুরাগ॥ তুলসীদাস

আরত্রিক

চমকিত স্তম্ভিত তুলসী
নিস্পলক চাহি পত্নী-পানে,---
সতী-মূর্ত্তি দাঁড়ায়ে সম্মুখে,--
একি নারী মহামহীয়সী !
শান্তিময়ী অনাসক্তি দানে
একি জ্যোতিঃ ঝলকিছে মুখে !
নারী যেই মোহিনী দিবসে,
নিশাযোগে বাঘিনীর মত,
রক্ত শুষি লয় পলে-পলে,---
মূঢ় নর মাতি রিপু-রসে
হয় যেই রমণী-নিরত
বিশ্ব যা'য় যায় রসাতলে ! *
এ যে নারী সাবিত্রী-প্রতিমা
পতি তরে অমরতাময়ী,
শুভঙ্করী এ যে গো রমণী !
সে নারীতে একি মধুরিমা !
পুণ্যময়ী মুক্তিময়ী অয়ি,
ভাগীরথি পতিত-পাবনী !
"ক্ষমা কর—ক্ষমা কর দেবি !"
কহিছেন শ্রীতুলসীদাস,—
"ভ্রান্ত আমি—অন্ধ আমি সতি,---
এতদিন ত্যাগ-ধর্ম্ম সেবি
হ'য়েছিল কি মূঢ় বিশ্বাস,--
ত্যাগে মোর পূর্ণ পরিণতি !

---

* দিন কো মোহিনী রাত কো বাঘিনী, পলক পলক লহু চোষে।
দুনিয়া লোগ সব বাওরা হোকর ঘর-ঘর বাঘিনী পোষে।। তুলসীদাস

যাহা কিছু আমার বলিতে,
সমস্তই ক'রেছি অর্পণ,
রঘুনাথ-রাতুল-চরণে,---
একদিনো জাগে নাই চিতে,
করিতেছি কি ব্যর্থ তর্পণ,
স্কন্ধে ঝুলি সঞ্চয়-কারণে !"

* * * *

দ্বারে এক ব্রাহ্মণ-কুমার
নিরখিয়া শ্রীতুলসীদাস
ভিক্ষা-ঝুলি রাখি পদে তাঁর,
কহিলেন ;—"হে প্রভু আমার,—
নারায়ণ ! মুক্ত কর ফাঁস,
ল'য়ে এই আসক্তির ভার !

রত্নাবলি ! মুক্ত এবে আমি,
কি আনন্দ দিলে গো সন্ধান !
কি প্রমাদ দিলে গো ঘুচায়ে !
এত দিনে ত্যাগী তব স্বামী,
কিবা বল দিবে প্রতিদান—
দাও তারে দাও গো বুঝায়ে !"

বিলুণ্ঠিতা পতির চরণে,
রুদ্ধ-কণ্ঠে কহে রত্নাবলী,—
"দাও প্রভু, কর্ণে রামনাম,—
রামনাম রাখিয়া স্মরণে,
মুখে সদা রামনাম বলি
লভি যেন সুচির বিরাম !"

—*—

লালাবাবু

কোন্ দিন কোন্ স্বর্ণ-ক্ষণে ঝঙ্কারিত হয় কোন্ বাণী,
কর্ম্মাসক্ত মানব-জীবনে জেগে উঠে শত মর্ম্ম-গ্লানি !
তুচ্ছ সেই রজক-কন্যাব তুচ্ছতর সংসারের কথা,
এনে দিল লালার পরাণে কি অচিন্ত্য অপূর্ব্ব বারতা !
পালিত যে ঐশ্বর্য্যের মাঝে, বিলাসের কুহকের দাস,
শত-বন্ধ ছিন্ন-ভিন্ন করি, পরাইয়া দিল চীর-বাস !
যেই অর্থে এতদিন ধরি বাড়ায়েছে ভোগের পিপাসা,
আত্মতৃপ্তি, আত্মশ্লাঘা সনে বাড়ায়েছে অনর্থক আশা,
আজি তাহে উত্থিত দেউল সুমর্ম্মরে রাজপুতানার,
'কৃষ্ণচন্দ্র'-আরাধ্য-দেবতা মনোহর 'কৃষ্ণচন্দ্রমার।'
প্রতিষ্ঠিত অন্নসত্র তায়, রাধাকুণ্ড বেষ্টিত-সোপান,
তীর্থ-যাত্রী করে আশীর্ব্বাদ সেই তীর্থে হ'য়ে পূত-স্নান
তবু অর্থ অনর্থের মূল পরমার্থে হইলেও ব্যয়,
আনে তায় স্বার্থ-প্ররোচনা, অন্তরায় ঘটিবে নিশ্চয়।
দেব-সেবা, অতিথি-সেবায় শূন্য করি সম্পদ-ভাণ্ডার,
অভিমান কিনিলেন লালা, বিষয়ীর ঘৃণিত আচার ;—
দেবতায় অর্পিত বিষয়ে সৌষ্ঠবের সাধ করি মনে,
করিলেন বাদ-পরীবাদ মথুরার শেঠেদের সনে।
নিবারিতে হৃদয়ের ক্ষত, ক্ষত তায় হইল প্রবল,
বাসনায় নিক্ষেপি আগুন জ্বলিল যে বাসনা-অনল !

* * * *

দীক্ষা লাগি ব্যাকুলিত লালা, করিছেন গুরু-অন্বেষণ,
উপযুক্ত মন্ত্রদাতা বিনা ব্যর্থ যে গো সন্ন্যাস-গ্রহণ !

'কৃষ্ণদাস' পরম-বৈষ্ণব, 'ভক্তমাল' যাঁর অনুবাদ,
গুরু-যোগ্য সাধক-প্রধান—কৃষ্ণচন্দ্র পাইলা সংবাদ।
উপনীত পুলকিত মনে বাবাজীর পবিত্র আশ্রমে,
ভেটি তাঁরে বৈষ্ণব-ভূষণ বসাইলা অতি সসম্ভ্রমে।
জিজ্ঞাসেন্ বিনয়-বচনে,—"কৃষ্ণচন্দ্র, কেন আগমন ?"
দীনভাবে নিবেদিলা লালা,—"মন্ত্র-ভিক্ষা করে আকিঞ্চন।
ত্যজিয়াছি বিষয়-বিভব, ত্যজিয়াছি আত্ম-পরিজন,
সেবিবারে 'কৃষ্ণচন্দ্রমায়' অর্পিয়াছি এ মর-জীবন ;
দূরে ওই গগন ভেদিয়া তুলি শির বিরাজে মন্দির,
পার্শ্বে তার অন্নসত্র খুলি আশ্রয় র'চেছি অতিথির ;
রাধাকুণ্ড বেড়িয়া সোপানে স্নানার্থীর দিয়াছি সুযোগ,
দীক্ষা লাগি ভিক্ষা মাগি দেব, শিক্ষা দাও দিব্য-জ্ঞানযোগ।"
মিষ্ট ভাষে কহেন বাবাজী, ভাগবত অতি বিচক্ষণ,—
"দীক্ষা নিতে আরো কিছুকাল অপেক্ষার আছে প্রয়োজন।
ধীর ভাবে হে প্রিয় রাজন্, আরো কিছু কর অনুষ্ঠান,
কর দৃঢ় সংযম-অভ্যাস, তবে হবে আত্ম-বলিদান।"
ক্ষুব্ধ-চিতে বাহিরিলা লালা, ব্যর্থতার বিষম দংশনে,—
"এখনও ত্যাগ চাই ?—ত্যাগ! কি প্রকার বুঝিব কেমনে ?"
এইমত আকুল চিন্তন, ফাটে বুক মর্ম্ম-বেদনায়,—
পথ বাহি বৈরাগী জনেক এক মনে গান গাহি যায় ;—
"তৃণাপেক্ষা হও রে সুনীচ, ফুল চেয়ে হও রে কোমল,
অমানীরে কর মান দান, শত্রুরেও দাও ছায়াতল।
ছেড়ে দাও 'আমি-আমি-আমি', ছেড়ে দাও 'আমার-আমার',
বল শুধু, 'যা কিছু করি না, হৃষীকেশ! সকলি তোমার।'
দ্বারে-দ্বারে ভিক্ষা করি লও মধুময় ব্রত মাধুকরী,
মুখে শুধু গাও হরিনাম, হরিবোল হরিবোল হরি!"

*　　*　　*　　*

অপসৃত ভ্রান্তি-যবনিকা, চূর্ণ হ'ল সকল সংশয়,
দিব্য চক্ষে দেখিলেন লালা, আপনার ত্রুটী সমুদয়।
"মূর্খ আমি, এতদিন ধরি করিয়াছি ত্যাগের বড়াই,
গরবের উদ্ধত মস্তক এখনও নত করি নাই !
এখনও ভাবনা আমার, আমারই নির্ম্মিত মন্দির,
মোর দত্ত দেবতা-প্রসাদে পরিপুষ্ট করি এ শরীর !
দূর হও আত্ম-অভিমান, দূর হও বৃথা অহঙ্কার,
দ্বারে-দ্বারে মুষ্টি-ভিক্ষা লব মাধুকরী বৃত্তি করি সার।"
সেই হ'তে ভিক্ষার লাগিয়া ভ্রমে লালা দ্বারে-দ্বারে-দ্বারে,
যে নেহারে নবীন ভিখারী, আঁখি তার ভাসে অশ্রু-ধারে !
মাধুকরী করি আচরণ কিছুকাল হইলে অতীত,
ধীরে-ধীরে হৃষ্ট-চিতে লালা কৃষ্ণদাস-দ্বারে উপনীত।
"ভিক্ষা দাও হে যোগী-প্রধান, দ্বারে দীন আগত তোমার,
যোগি-যোগ্য ভিক্ষা কর দান, প্রণিপাত করি বার বার।"
শশব্যস্ত পরম-পণ্ডিত,—সম্বর্দ্ধনা করেন লালায়,—
"দীন আমি,---অতি দীন আমি,---দীনবন্ধু দীনের উপায় !
এস এস এস প্রিয় লালা, ত্যাগীর আদর্শ-রতন,
পুণ্যময় হইল আশ্রম লভি তব শুভ আগমন।
কিন্তু বৎস, এখনও বাকি, আসে নাই সময় দীক্ষার,
দীন হবে সব চেয়ে দীন, পাত্রাপাত্র নাহিত ভিক্ষার !
ভিক্ষা করি আরো কিছু দিন হ'য়ে এস হীনাপেক্ষা হীন,
দীক্ষা দিতে ভিক্ষা মাগি লবে, ভাগ্যবান হইবে এ দীন !"

*　　*　　*　　*

ভিক্ষা তরে ফিরে পুনঃ লালা কাঁদিয়া কাঁদিয়া চলে পথে,—
"দীনতার কোথায় চরম, ওগো আমি বুঝিব কি মতে ?

গুরুদেব, হে প্রভু মহান্, এখনও করিছ ছলনা !
ক্রুটী মোর দেখাইয়া দাও, মুখ ফুটি বলনা বলনা !”
এত বলি চলিতে চলিতে উপস্থিত শেঠ-কুঞ্জ-দ্বারে,
চমকিত, স্তম্ভিত চরণ, স্থির-আঁখি চিন্তা-গুরুভারে ;
অকস্মাৎ বিশাল ললাট গরিমায় উঠিল ভাতিয়া,
অধরেতে উল্লাসের হাসি কূল প্লাবি ছুটিল মাতিয়া।
ছুটে গেল সঙ্কোচের নেশা, টুটে গেল তুচ্ছ অভিমান,
হরি বলি নাচি নাচি লালা চলি গেলা শেঠ-বিদ্যমান।
“ভিক্ষা দাও, ভিক্ষা দাও ওগো, দীন-হীনে মুক্তি-ভিক্ষা দাও
অতি মূঢ় ভিক্ষুকের পানে করুণ নয়নে ফিরে চাও !”
শ্রেষ্ঠিবর বাক্‌শক্তিহীন হেরি সেই বিরাট্ বয়ান,---
লালারাজ প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁর ভিখারীর বেশে অধিষ্ঠান !
বিলুণ্ঠিত হইল অমনি শ্রেষ্ঠিবর চরণে লালার,---
“অপরাধ ক্ষম মহাভাগ,---তিতিক্ষার পূর্ণ অবতার !
বুঝি নাই হতভাগ্য আমি কার সনে করিনু বিবাদ,
রক্ষা কর হে দীনবান্ধব ঘুচে যাক্ সকল প্রমাদ।”
তুলি তাঁরে কহিলেন লালা, শ্রেষ্ঠিবর, তুমিই মহান্,
এই দীন তোমারি নিকটে শিখিয়াছে আত্ম-বলিদান।
মত্ত হ'য়ে আত্ম-গরিমায় তোমা সনে করিনু বিরোধ,
পাইয়াছি এতদিন ধরি পদে পদে তার প্রতিশোধ।
মাধুকরী করিয়া গ্রহণ, পোষিলাম তবু অহঙ্কার,
প্রতিদ্বারে ভিক্ষা তরে যাই, না পরশি তবু কুঞ্জ-দ্বার !
শ্রেষ্ঠিবর ! দাও আলিঙ্গন,---সুপবিত্র হউক পরাণ,
হরিবোল হরিবোল হরি, অভাজনে ভিক্ষা কর দান !
আজি মোর সার্থক জীবন, দীক্ষা লব আচার্য্যের পাশে,
হরিবোল হরিবোল হরি,” ভিক্ষা দাও—ভিক্ষা দাও দাসে !”

*　　*　　*　　*

অমনি সে শেঠ-কুঞ্জ-দ্বারে উঠে ধ্বনি,—"হরিবোল হরি,
ধন্য শ্রেষ্ঠী, ধন্য শিষ্য মোর, ধন্য আমি, ধন্য মাধুকরী !!"
হরি বলি দুটী বাহু তুলি কৃষ্ণদাস নাচি নাচি গান,
হরি বলি পড়ি পদে তাঁর কৃষ্ণচন্দ্র হারাইলা জ্ঞান !

—:*:—

বিবেকানন্দ

এ কেরে পাগল, কাঁদে অবিরল, কখন্ বা করে নৃত্য,
কভু প্রভু সাজি হুকুম চালায়, কভু অনুগত ভৃত্য!
আবার কখন্ নারীর মতন করে হাব-ভাব-ভঙ্গি,
রমণী হেরিলে মা বলি পলায় সাধারণ-রীতি লঙ্ঘি!
আপনার ভাবে আপনি বিভোর, পুনঃ পুন লাম
বঙ্কিম-ঠাম অঙ্গুলিগুলি কাঞ্চন করি স্পর্শ!
পাঠশালা পড়া বিদ্যায় কিনা বুঝায় বেদের তথ্য!
নিদান না পড়ি নিদান-রোগীর বিধান ভেষজ-পথ্য!
সাদা কথা বলি সবারে বুঝায়, সহজ করে যে শক্তে,
কি যাদু যে জানে, যে যায় নিকটে, পরিণত হয় ভক্তে!

* * * *

শুনি এ কাহিনী, যুবক ধীমান্, শ্রীমান্ নরেন্ দত্ত,
ভাবিয়া আকুল,—"কেন লোক-কুল উন্মাদ-প্রেম-মত্ত!
প্রতীচীর এত জ্ঞান-আহরণ, সন্ধান নাহি পূর্ণ,
কুয়াশায় ঘেরা রহে চারিধার, সংশয় নহে চূর্ণ!
জাগরণে তারে খুঁজিয়া না পাই, স্বপনে যে ভাতে দীপ্তি,
কেন হেন হয়, জিজ্ঞাসি কারে, কোথা পাব চির-তৃপ্তি?
কতই শুধাই, কত সুধি-জনে, বেড়ে যায় শুধু ধন্ধ,
যত দূর চাই, তত নাই-নাই, আঁখি হ'য়ে যায় বন্ধ।
সেথা গেলে মোর কাটিবে কি ঘোর, ঘুচিবে কি ভ্রম-ক্লান্তি?
পাগলের সনে হইব পাগল, বাড়াইব আরো ভ্রান্তি!
তথাপি আমার যেতে হবে সেথা,—কে যেন পরশি পৃষ্ঠে,
ডেকে বলে,—'আয়—দিন ব'য়ে যায়, দেখে যা রে রামকৃষ্ণে!"

এমনি যখন বিশাল আকাশ চুম্বিতে চাহে সিন্ধু,
কি সে উৎসব-পূর্ণিমা-ভাতি ফুটি উঠি কোটি-ইন্দু !

*　　*　　*　　*

সম্মুখে আসি দাঁড়াল যুবক, সুঠাম সৌম্য মূর্ত্তি,
আয়ত-নয়নে প্রতিভার দ্যুতি, অধরে দৃঢ়তা-স্ফূর্ত্তি ।
"কেরে কেরে ওরে, এসে দাঁড়ালরে, সত্য কি হেরি চক্ষে,
এতদিন যারে খুঁজিয়া বেড়াই ধরিবারে মম বক্ষে !
এতদিন কোথা ছিলিরে ভুলিয়া, ওরে ও নিঠুর-চিত্ত !
তুই যে আমার সাধনার ধন, চির-বাঞ্ছিত বিত্ত !"
নীলমণি পেয়ে যশোদার মত ছুটিয়া বসন-স্রস্ত,
বুকের মাঝারে আঁকড়ি পাগল যুবকে করিল ত্রস্ত !
ক্ষণকাল পরে বিপুল পুলকে শিথিল হইল অঙ্গ,
ধরণীর 'পরে লুটায়ে পড়িল,---পাগলের একি রঙ্গ !

*　　*　　*　　*

বিস্মিত যুবা ভাবে নিশিদিন,---"এ কেমন উদ্‌ভ্রান্ত !
ভণ্ডামি তার !---তাই বা কোথায় ?---কাম-কাঞ্চন-ক্ষান্ত !
বাহ্য-মূরতি অতি সাধারণ,---কিন্তু করিল স্পর্শ,
সম্বিৎ মোর স্তম্ভিত করি আনি দিল নব-হর্ষ !"
ছুটি গিয়া বলে,---"ঠাকুর ! তোমার ছলা হ'তে দাও মুক্তি,
জান যদি কিছু, ব'লে দাও মোরে, 'অস্তির' কিবা যুক্তি ।"
ভাব-বিহ্বল কহেন ঠাকুর, "যুক্তি ত তোতে পূর্ণ !
ভগবান সে যে তোরি মাঝে রাজে, দেখিতে পাইবি তূর্ণ ।
জানিনাক কিছু, বুঝিনাক কিছু, বুঝিবার নাহি শক্তি,
এইটুকু জানি, ভক্তের তিনি, চাই বিশ্বাস-ভক্তি ।

আছেরে আছেরে আছে একজন, নহে কল্পিত সৃষ্টি,
যা ত একবার মন্দিরে মার, যদি কিছু হয় দৃষ্টি।”
এই বলি ধীরে যুবকের শিরে বুলাইল বর-হস্ত,
মন্দির-মাঝে ছুটিল যুবক নব-অভিযান-ব্যস্ত !

*　　*　　*　　*

কি সে যে হেরিল, জানে দুইজন, অতি গূঢ়তম তত্ত্ব,
ফিরিল যুবক নব-জীবনের দিব্যোদ্যম-মত্ত !
হৃদয়-নিহিত জ্যোতির প্রপাত আজি গো মুক্ত-বন্ধ,
ছড়ায়ে পড়িতে বিশ্বের মাঝে, তারিতে মরীচি-অন্ধ !
একটী নিমেষে পলাইল দূরে পুঁথিগত জ্ঞান-গর্ব্ব,
‘নেতি-নেতি’ বুলি স্তব্ধ হইল, অহমিকা হ’ল খর্ব্ব !
সেই দিন হ’তে প্রথম সূচনা, নব-যুগ-গীতি-ছন্দ,
আসিছে গায়ন্ করিবারে গান শ্রীমৎ-বিবেকানন্দ !

*　　*　　*　　*

মোহ ত তখনো ঘুচিতে চাহে না ! সংসার রহে স্কন্ধে,—
পিতা মৃত,—মাতা, অসহায় ভ্রাতা ; জ্ঞাতি বত নানা দ্বন্দ্বে।
অভাবের ঘোর বদন-ব্যাদান, পেটে নাহি জুটে অন্ন,
কিসে প্রতীকার এইটুকু শুধু ভাবনা—নাহিক অন্য।
হায়রে যে জন বিশ্বের ক্ষুধা মিটাবার দিবে যুক্তি,
তুচ্ছ এ জড়-দীনতায় তায় দিতে নাহি চায় মুক্তি !
কাঁদি গিয়া কহে ঠাকুরের পাশে,---“দেখাইয়া দাও পন্থা,
কেমনে বহিব দৈন্যের ভার, দুর্ব্বহ চীর-কন্থা !
মাতা-ভ্রাতা মোর অনাহারে রহে, হেরিলে বদন শীর্ণ,
কি বলি ঠাকুর ! ধিক্কারে মোর বক্ষঃ শতধা দীর্ণ !

আত্মজিজ্ঞাসা

"চাহিনা চাহিনা চাহিনা কিছুই---চাহি শুধু ঐশ্বর্য্য,
মাতা কাঁদে মোর, ধৈর্য্য রহে না, ব্যর্থ তপশ্চর্য্য !"

*　　*　　*　　*

হাসিয়া ঠাকুর কহেন মধুর,—"কন্থাই তব যোগ্য,
দীনের ত্বরিত দূরিবার তরে দৈন্যই তব ভোগ্য !
মাতায় ভ্রাতায় তুই খাওয়াইবি ? তোর কিরে তায় সাধ্য !
বিশ্ব-পতির পোষ্য যে সব, তিনি ত যোগান খাদ্য !
শঙ্কর-মাতা কেঁদেছিল, ওরে চৈতন্যেরও জন্য
শচীমাতা কত কেঁদেছিল, তবু হ'য়েছিল কিছু অন্য !
তোরে যে বুঝাব কি আছে শকতি ? তোরি মাঝে আছে বোদ্ধা,
রুদ্র হইয়া ক্ষুদ্র ভাবিস্, নিজ-ভোলা মহাযোদ্ধা !
যারে মন্দিরে, যা না মার কাছে, জানাগে যা তোর কাম্য,
অন্তরযামী করিবেন তিনি অভাবের তব শাম্য !"

*　　*　　*　　*

উৎসাহভরে ছুটিল যুবক পূরাইতে মনোভীষ্ট,
অদূরে বসিয়া পরমহংস হাসেন শ্রীরামকৃষ্ণ !
ফিরিল যুবক,—একি গো মূরতি ! কোথা সে বয়ান ক্লিন্ন !
কাঙ্ক্ষিত যাহা মিলিল কি তাহা ? কোথা ব্যর্থতা চিহ্ন !
"পেয়েছিস্ ওরে, পেয়েছিস বুঝি ?"—সে কি উল্লাস-দৃশ্য
লুন্ঠিল যুবা গুরুর চরণে, লুন্ঠিল গুরু-শিষ্য !
"কি সে বৈভব নিলিরে বৎস ! সার্থক করি ভাগ্য ?"
"মাগিয়া লইনু জ্ঞান ও বিবেক, বরণীয় বৈরাগ্য !!"

প্রশস্তি

দেশবন্ধু §

স্বরাজের হ'ল ইন্দ্র-পতন, বাঙ্‌লার হ'ল সর্ব্বনাশ,—
ভারত-আকাশে দ্বাদশীর শশী, অকালে রাহুর কি কাল গ্রাস!
হিমাদ্রি-শিরে ত্যাগ-হিমাদ্রি-ধবলশৃঙ্গ পড়িল খসি,
পাঞ্চজন্য নীরব কেন গো,—চক্রধারী ত নিকটে বসি!
দ্বৈত-শাসন-দম্ভ বিনাশি, সহসা বীরের একি গো ঘুম!
উড়িল বিজয়-নিশানের সনে একি লেলিহান্ চিতার ধূম!
এই কি মরণ?—এযে অভিযান!—আগুসার তাই স্বর্গ-পথে,—
নিরাময় নয়,—নির্ব্বাণ নিয়ে চ'লে গেল বীর পুষ্প-রথে!
ধন্য সাধনা,—মহাপ্রস্থানে জয়-দুন্দুভি উভয় লোকে,
বহে অশ্রুর গঙ্গা-যমুনা—একি সঙ্গম সকল চোকে!
যেথা দাদাভাই, যেথায় গোখেল, যেথায় তিলক গঙ্গাধর,
শ্রীরাসবিহারী, দুই আশুতোষ, উতরিল সেথা পুরুষবর।

---

§ দেশবন্ধু মেমোরিয়াল ফণ্ডে সাহায্য-কল্পে এই কবিতাটি ইতঃপূর্ব্বে "মহাপ্রস্থান" নামে গুপ্ত-প্রেসের সৌজন্যে বিনা ব্যয়ে মুদ্রিত হইয়া দুই পয়সা মূল্যে বিক্রীত হয় এবং কাগজের মূল্য বাদে বিক্রয়-লব্ধ ৬০৲ টাকা উক্ত ফণ্ডে প্রদত্ত হয়।

হে দেশবন্ধু ! সপ্তসিন্ধু উথলিল,—একি উঠিল রব,—
স্বর্গ-মর্ত্ত্য হ'ল একাকার,—একাকার সখা, শত্রু সব !
দেখি নাই কভু, শুনি নাই কভু, একটী-মাত্র মানব তরে,
শ্রদ্ধার পূত অশ্রু-নিষেকে হেন তর্পণ সকল ঘরে !
ধন্য চিত্তরঞ্জন-নাম,—ধন্যা জননী জনমভূমি,
স্বর্ণকুক্ষি ধন্যা সে মাতা,—পালিলা যে তব শ্রীমুখ চুমি !
কভু হাসি, কভু কাঁদি উতরোল,—হরিষে-বিষাদে ধৈর্য্যহারা,
বুঝিতে পারিনা, একি গো বার্ত্তা, দোসরা আষাঢ়ে কিসের সাড়া !
দুর্দ্দিনে আজি একি দুর্দ্দিন ! কিম্বা সুদিন এ দীন দেশে,
মঙ্গল সনে এল মঙ্গল, অমঙ্গলেরি ছদ্মবেশে !

* * * *

সেও একদিন দেখিয়াছি তোমা, কৌন্সিল্ তুমি সি. আর্. দাশ,
বিলাস-শীর্ষে মণি-মণ্ডপে দিবস-রজনী তোমার বাস।
তারি মাঝে কিবা হেরিলাম তব প্রতিভার লীলা সুপ্রচুর,
শ্রীঅরবিন্দ-মুখারবিন্দ-কর্দ্দম-রেখা করিল দূর।
পুনঃ হেরিলাম, একি অপূর্ব্ব শোধা দেউলিয়া পিতৃ-ঋণ,
স্তম্ভিত লোক হেরিয়া তোমার সত্য-পালন প্রথম চিন্।
তখনো সাহেব,—পাশ্চাত্যের বিদ্যুদ্দ্যুতি তোমার চোকে,
তখনো বুঝিনি স্বরূপ তোমার, কহে কত-মত কত না লোকে !
প্রতিভায় তব করিল বরণ,—রুচিরে কহিল অশুচি তব,
বুঝিল না হায় চিত্ত-চিত্তে ফল্গুর ধারা কি অভিনব !
আইনের কূট-নীতি-মরুভূর ধূ-ধূ সুবিপুল বালুর স্তূপ,
সেথায় সাগর-সঙ্গীত উঠে, কবি-মালঞ্চ কি অপরূপ।
নাস্তিক গালি স্তব্ধ হইল,—স্ফুরিল ও মুখে কৃষ্ণ-নাম,
নারায়ণে মরি কি বাণী-আরতি !—নিন্দকে করি ব্যর্থকাম।

তখনো তোমারে চিনি নাই দেব ! বুঝিনু সে সব শুধুই সখ,
সে নহে সেবন,---শুধু সম্ভোগ, স্বার্থ-পূরিত সম্পুটক।
অকাতরে কত করিয়াছ দান, দীনের দৈন্য করেছ নাশ,
সতীর্থে কত সহায় হ'য়েছ,---তুলিয়া দিয়াছ মুখের গ্রাস ;
অর্জ্জন সব আতুরে বিলায়ে রিক্ত-হস্তে ফিরেছ গেহে,
তখনো বুঝিনি, বুঝে নাই কেহ, কি হিয়া লুকানো সে বর-দেহে।
সহসা উড়িল ভোগের ভস্ম, ত্যাগের বহ্নি উঠিল জাগি,
কর্ণে বাজিল প্রেমের মন্ত্র, ফুৎকারে ভোগী হইল ত্যাগী !
পুরুষ-শ্রেষ্ঠ-পরশ-পরশে চিত্ত হইল কষিত হেম,
ধন্য সে গুরু, ধন্য শিষ্য, ধন্য দীক্ষা, ধন্য প্রেম !
ভাসিল সে প্রেমে ভারতবর্ষ,—উর্ম্মি উঠিল পঞ্চনদে,
পাটলীপুত্রে কি প্রেম-বন্যা ! চিত্ত তেয়াগী বিষয়-মদে !
ধর্ম্মাধিকারে এত প্রতিষ্ঠা, ত্যক্ত নিষ্ঠীবনের মত,
স্বেচ্ছায় কারা করিলে বরণ, মাতার চরণে হইলে নত।
শ্রীরামকৃষ্ণ মহতী উক্তি বর্ণে বর্ণে গেল গো ফলি,
গীতা-গীতা-গীতা গাহিতে গাহিতে তেয়াগী হইলে হে মহাবলি !
তারকেশ্বরে সে কি সংগ্রাম, সে কি লাঞ্চনা বিপর্য্যয়,---
সার্থক নীতি, সৈন্য-চালনা,—হেলায় করিলে সকল জয়।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি তোমার,—স্বরাজ্য-দল-প্রতিষ্ঠান,
সার্থকতার স্বর্ণ-শিখরে করিল যে তোমা অধিষ্ঠান।

* * * *

বুঝিনু এখন, কে তুমি মোদের,—হৃদয়ের তুমি হে অধিরাট্
আবাল-বৃদ্ধ-বনিতায় কাঁদে মুক্ত করিয়া হৃৎ-কবাট।
দুর্জ্জয় কাল-আহ্বানে হায়, দুর্জ্জয়লিঙে ত্যজিলে প্রাণ,
মস্তকে পরি বিজয়-কিরীট গরিমোজ্জ্বল অপরিম্লান;—

আরত্রিক

কোহিনুরহারা দুর্ভাগা মোরা প্রাণহীন তনু আনিনু বাহি,
পক্ষীশূন্য পিঞ্জর পানে হতাশ নয়নে রহিনু চাহি!
বৃহস্পতির শুভ উষা-যোগে শিবাদহে যোগ অর্দ্ধোদয়,
কালীঘাটে গিয়ে সে যোগ-সমাপ্তি, সারাপথ লোকারণ্যময়!
কে বলে সে যোগ, হিন্দুর যোগ! বাঙালী-শোকের পূতস্নান,
বিশ্ব-প্রেমের মহাপারাবারে এসেছে এ যে গো বিরহ-বান!
মারাঠী, বাঙালী, উড়িয়া, আসামী, হিন্দুস্থানী, আকালী শিখ,
দ্রাবিড়ী, কানাড়ী, গুজরাটী-ভাটী, কত দেশবাসী নাহিক ঠিক।
দেশবন্ধুর শোভাযাত্রায় ধর্ম্ম-জাতির নাহিরে ভেদ,
হিন্দুর সনে মুসলমানের মিলন যাঁহার পরম-বেদ!
বাঙালী গাহিছে খোলে-করতালে নিমাইয়ের সেই মধুর নাম,
হিন্দুস্থানী মুক্তকণ্ঠে গাহিয়া চ'লেছে সত্য-রাম;
ইস্‌লাম মুখে কোরাণের কথা, শিখ গাহে তার গুরুর জয়,—
আত্মীয় মৃত!—সংকার বাণী যে জাতির যাহা সে তাহা কয়।
খৃষ্টান চলে,—ইংরাজ চলে, সম্ভ্রমে খুলি শিরস্ত্রাণ,
ইংরাজ-বালা সাশ্রু-নয়নে করিছে কুসুম গুচ্ছ দান!
ভারতের নারী হায় মণিহারা, পাগলিনী-পারা দাঁড়ায় দ্বারে,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া শঙ্খ নাদিয়া, অর্চ্চনা করে অর্ঘ্যভারে!
খদ্দরে রচা ফুলের শয্যা, ফুল-আবরণ শায়িত শব,
ফুলের পতাকা, ফুলের তোরণ, ফুল-বরিষণ মহোৎসব!
অর্থের সনে লাজ-অঞ্জলি ব্যজনী পানীয় বিলায় কেহ,
বন্যার ন্যায় চ'লেছে বাহিনী, ঘর্ম্ম অশ্রু-প্লাবিত দেহ!
বিরাট্ দৃশ্য যে দেখেছে শুধু সেই অনুভব করিতে পারে,—
সে কি উচ্ছ্বাস্ উঠিল সেদিন প্রতি মানবের মরম-দ্বারে!

*   *   *   *

শ্মশানে রচিত কুসুম-কুঞ্জ, চন্দন-চিতা শয্যাধার,
ধূনা-গুগ্‌গুল-ধূমে সুবাসিত গাঢ় বায়ু বহি গন্ধভার।
কি বিরাট্ বপুঃ চিতায় শয়ান! এখনো ললাটে প্রতিভা ফুটে,
দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা-চিহ্ন এখনো লাগিয়া যেন গো ওষ্ঠ-পুটে!
ঘৃত-পীত-হোম-শিখার মতন গরবে বহ্নি উঠিল হাসি,
গাহিল বন্দে-মাতরং-গীতি চিতা ঘেরি যত ভারতবাসী।
চিতা-চুল্লীর পার্শ্বে আসীন কে মহাপুরুষ জ্যোতির্ম্ময়,—
আজানু খাদির কৌপীন পরা,—অধীর অথচ অধীর নয়?
স্বেচ্ছাসেবক-গরুড়-বাহনে, আঁখিতে করুণ অরুণ ভাতি,
মেরু-তারকার মত সমুদিত কেগো স্বরাজের আসিতে রাতি?
গান্ধিজী!—গুরু!—মন্ত্রশিষ্য-চিতার পার্শ্বে বিরাজ আজি!
হেরিছেন তার কি মহাপ্রয়াণ, মিলন-আহবে জিনিয়া বাজী!
এই কি দেখিতে বাঙ্‌লায় ছিলে!—শিষ্যের শুনি আকিঞ্চন,
বঙ্গ-তরীর শ্রেষ্ঠ-নাবিকে চিতা-বহ্নিতে বিসর্জ্জন!
কিম্বা জানিয়া এসেছিলে হেরি দুর্দ্দিন-মেঘ বাঙ্‌লা-ভালে,
দুহাত আঁকড়ি কর্ণ ধরিতে না পড়িতে তরী ঘূর্ণি-জালে!
সান্ত্বনা দাও, বাঙ্‌লার বুকে, বাঙ্‌লার আজি কেহই নাই,—
সর্ব্বতোমুখী প্রতিভায় আজি কে পূরাবে বল তাহার ঠাঁই?
জন-সংসদে শ্রেষ্ঠ-নায়ক, অগ্রগামীর অগ্রদূত,
ধর্ম্মক্ষেত্রে গাণ্ডীবী সে যে, বীরপণা তার কি অদ্ভুত!
নির্ভীক সে যে ভীমের মতন, সত্য-পালনে যুধিষ্ঠির,
একাধারে এত নিপুণ-কর্ম্মী কে আছে হেথায় এমন বীর?
এনে দাও ডাকি,— কিম্বা গঠিয়া কর গো আবার মন্ত্রদান,
শিষ্য নূতন চিত্ত-মতন কর বাঙ্‌লায় সম্প্রদান।

*　*　*　*

আরক্তিক

হাস বাসন্তি, কাঁদ বাসন্তি, হাস দেবি-মাতা, কাঁদ মা কাঁদ,
যা গেল তোমার, গেল বাঙ্‌লার, এই বুঝি শুধু হৃদয় বাঁধ।
বিশ্ব জুড়িয়া ক্রন্দন-রোল ক'জনের স্বামী মরিলে উঠে?
বিধুরার চিতে সান্ত্বনা দিতে বিশ্বের বল ক'জন ছুটে?
বন্দী স্বামীর কর্ম্ম সাধিলে, চট্টলে গিয়ে শুনালে বাণী,
তুমি যে স্বামীর শক্তিরূপিণী,—সেই দিন হ'তে সকলে জানি!
তুমি স্মৃতি তাঁর,—বঙ্গ-মাতার পুত্র-বিয়োগে শান্তি-ধার,
কর স্বামী-সেবা, লইয়া স্বামীর অসম্পূর্ণ কর্ম্মভার।
ভারত-ললনা চিরদিন জানে, পতিই সতীর সুচির-সাথী,
শরীরী কিম্বা অশরীরী বেশে বিরাজিত চিতে আসন পাতি।
দয়িত তোমার মরিয়া অমর, দেশ তরে তাঁর আত্মদান,—
পরাণ স'পিয়া জাতিরে করিল দ্বিগুণ সজীব শক্তিমান্।
তোমার পতির চিতার অনল জ্বলিল ভারত-চিত্তময়,
নির্ব্বাণ কভু হবে না, হবে না,—উত্থান তাহে সুনিশ্চয়।
চিত্ত-চিতার বিভূতি মাখিয়া সাধনায় ব'সো ভারতবাসী,
মুক্তি তোমার মুষ্টির মাঝে লুটায়ে পড়িবে আপনি আসি।

——*০*——

সুরেন্দ্রনাথ

উদ্দেশে চরণে তব করি প্রণিপাত,
হে সুরেন্দ্রনাথ!
আজি তুমি হেথা আর নাই;—
মনুষ্যের কশাঘাত, ভ্রূকুটী ভীষণ,
ব্যর্থতার চিত্তদাহী তীব্র হুতাশন
পশেনি সে ঠাঁই;—
হিংসা নাই, দ্বেষ নাই, নাহি অভিমান,
প্রতিভার নাহি অসম্মান ;
শত্রু-মিত্র যেথা একাকার,
দ্বন্দ্ব যেথা প্রেম, নহে দম্ভের হুঙ্কার,
সেই শূন্যে—মহাব্যোমে আজি তুমি
চির তরে হ'য়েছ বিলীন,—
অভাগিনী মাতা বঙ্গভূমি
আজি পুনঃ অন্যতম বীর-পুত্র-হীন!
প্রতিষ্ঠার শেষ-রশ্মি না হ'তে মলিন,
হে বঙ্গের গৌরব-ভাস্কর,
ঘুমাইলে,—তেয়াগিলে জীবন নশ্বর!

*　　*　　*　　*

আত্মত্রিক

জীবনের অপরাহ্ণ-কালে
ঘেরিছিল নিন্দা-ঘন-জালে,—
তবু তায় প্রতিভা তোমার
কে বলে মলিন ?—সুচির ভাস্বর
সে যে,—ধ্বংস নাহি তার !
কিম্বা সে গ্রহণ,—আহা তাই যদি বটে,—
ক্ষোভ কিবা ?—গ্রহ যেই তারি ভাগ্যে এ দুর্গ্রহ ঘটে
অদ্বিতীয় হে বাগ্মিপ্রবর,
হে জাতির জন্মদাতা,—প্রথম ঋত্বিক্
জাতীয় এ মহাযজ্ঞে ; হে অগ্রণী বীর,
উত্থানের মহাহবে ; প্রোজ্জ্বল প্রতীক্
তুমি ;—তব দেশ-প্রেম-পয়োধির
বিন্দু-বিন্দু প্রেরণা-সলিল
ভাসাইল এ বঙ্গ নিখিল ;
জাগাইল অভিনব ভাবের প্লাবন।
এই উন্মাদনা—
দাস্যের মূঢ়তা ঠেলি আজি এই পূর্ণ জাগরণ,
এত ত্যাগ, এত যে সাধনা,
সাম-গীতি-মুখরিত এই যে প্রভাত,—
আদি তুমি,—হে সুরেন্দ্রনাথ !
উদ্দেশে চরণে তব করি প্রণিপাত !

* * * *

বিঘ্ন-ব্যাত্যা-বিক্ষোভিত জীবন তোমার—
প্রথম উদ্যম হ'তে সহিয়াছ কুলিশ বাধার ;
ঠেলি তাহা, রাজ-দ্বারে প্রতিষ্ঠার তরে,—

রাজ-সেবা দেশ-সেবা ভাবিয়া অন্তরে
ব'সেছিলে রাজ-কাজে ;—
কিন্তু হায় বিঘ্ন আসি মাঝে,
মিথ্যা-কলঙ্কের ডালি দিয়ে তব মাথে
সেথা হ'তে দিল অবসর ;—
অবসর শুভ, শাপে বর
হ'ল তাতে !
পর্ব্বত-প্রাকার উদ্‌ঘাটিয়া দিল পথ
আপনি উলটি পড়ি ! রুদ্ধ জল-ভার
সুবিপুল তব প্রতিভার,
গোমুখী-গহ্বর-স্রাবী গঙ্গা-ধারাবৎ
ছুটিল সে উন্মত্ত বিক্রমে —
উপেক্ষায় নাচি-নাচি উপলে-উপলে,
শস্য-শ্যামা ধরিত্রীর বাড়াতে সম্ভ্রমে,
বিসর্পিয়া পড়িল সে অঞ্চলে-অঞ্চলে !
মাতঙ্গ-বৃংহিত আর মৃগেন্দ্র-গর্জ্জন
ধ্বনিল সে উচ্ছ্বাসের বাণী !
বিশ্বলোক চমকিল ! মুখরিল সে রুদ্র-তর্জ্জন
ভারতের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে,—বিদূরিল অবসাদ-গ্লানি !
বলিব না বেশী কিছু তব ইতিকথা,—
বাঙ্‌লার বুকে তাহা লেখা,
ভাঙা-বুক জোড়া দিতে দেশ-মাতৃকার—সেই ব্যাকুলতা,
দেশব্যাপী আন্দোলন, তার স্মৃতি-রেখা
কাল কভু নারিবে মুছিতে।
বলিতে কি ?—সেই হ'তে বাঙালীর চিতে
জাগিল দেশাত্মবোধ !

অভিষেক

ভীরু কাপুরুষ গালি ছিল যার অঙ্গ-আভরণ,
পাদুকা-বহন-বৃত্তি ছিল যার আমোদ-প্রমোদ,
আত্মবিস্মৃতের মত ঘুমাত জাগিয়া,---
সেই জাতি---জাতি বলি নিজেরে জানিয়া,
'বন্দে-মাতরম্' মন্ত্র মেঘ-মন্দ্রে করি উচ্চারণ,
আহত সম্মান নিয়ে ক্ষুব্ধ বেদনায়
দাঁড়াল কোথায় ?—
তোমারি পতাকাতলে !—হে সুরেন্দ্রনাথ !
উদ্দেশে চরণে তব করি প্রণিপাত !

* * * *

জানি তুমি হ'য়েছিলে উপেক্ষিত অনেকের কাছে,-
জীবন-সীমান্তে আসি,
প'রেছিলে মন্ত্রীত্বের ফাঁসি,
সত্য,---তবু তাহে ভাবিবার আছে,---
একদিন যেথা হ'তে হ'লে বিতাড়িত,
একদিন যে তোমারে দণ্ডিল কারায়,
সেথা পুনঃ সমাদরে হ'লে আমন্ত্রিত !
সংশোধিতে ভ্রান্ত ধারণায়,
সেই পুনঃ পরাইল মিলনের মাল্য তব গলে !
তোমারি ত মন্ত্রীত্বের ফলে
শুভ যোগ হইল সূচনা,---
স্বরাজের পাদ-পীঠ অপূর্ব্ব রচনা !
শ্রেষ্ঠ নাগরিকরূপে দেশবন্ধু বসি যার 'পরে,
উদাত্ত-গম্ভীর স্বরে
তেজোময়ী স্বস্তি-বাণী করিলা উদ্গার,
বিশ্ব চমৎকার !

*　　　*　　　*　　　*

তোমার সে ত্রেতা-যুগ নাই-নাই আর---
দ্বাপরের পাঞ্চজন্য তুলিল ঝঙ্কার !
তাই তব পরাজয়, হে পরশুরাম !
সত্যব্রত ভীষ্ম সনে তোমার সংগ্রাম,—
অগৌরব কি তোমার তায় !
গুরু তুমি, কৃতিত্ব শিষ্যের গুরু-শিষ্যে করে গরীয়ান্
তুল্য গরিমায় !
কে বলিবে তুমি হতমান ?
স্বর্গ হ'তে দেশবন্ধু করিলা আহ্বান !
চ'লে গেলে বাঞ্ছিত আলয়ে !
উভয়ের তিরোধান,
তাই ক্ষুদ্র ব্যবধান,
শিখাইলে মিলিয়া উভয়ে,
ভারতের প্রতি জনে-জনে,---
"ভেদ-ভাব এক তিল পোষিও না মনে।
কর্ম্ম এক---কর্ম্মী নানা,---বহু পন্থা---বিভিন্ন পথিক,
গন্তব্য সবার এক, হারায়ো না দিক্।"
জ্ঞান-বৃদ্ধ হে প্রবীণ, তোমার প্রয়াণ
রাজনীতি-আকাশের জ্যোতিষ্ক মহান্,
যদিও এ অস্ত তব কালোচিত,---তবু অশ্রুজল
বহিয়াছে নেত্রে অবিরল,
ভাবি শুধু—কি দুর্ভাগ্য এল বাঙ্লার,
না মুছিতে এক অশ্রুধার,
পুনঃ পুনঃ অশ্রু-বন্যা টেনে আনে কি কাল দুর্ব্বার !

হেতু তার,—আমাদেরি কলহের ফলে,
আত্মীয় হারাই,
এত ব্যথা পাই,
ব্যর্থতায় ভাসি আঁখি-জলে !
এখনও তোমাদের অন্তিম-নিদেশ
শুনে যদি দেশ,
এখনও যদি হয় জ্ঞানের উন্মেষ,
সর্ব্বনাশ হ'তে তবে পাবে পরিত্রাণ।
মাতৃকার সুসন্তান
হে সুরেন্দ্রনাথ !
আজি সেই মিলনের পেয়েছ সাক্ষাৎ !—
এস ফিরে—এস ফিরে নব কলেবরে
শোকাকুলা মার বুকে ধরি চিত্ত-রঞ্জনের করে।
ফিরে এস সে মিলন নিয়া,
দোঁহে মিলি শান্তি-বারি দিকে-দিকে দাও ছড়াইয়া
নতুবা এ মুহুর্ম্মুহুঃ শোকের সংঘাত,
সর্ব্বগ্রাসী দৈন্যের প্রপাত
স্তব্ধ কভু নাহি হবে,—হে সুরেন্দ্রনাথ !
প্রতীক্ষায় পদে পুনঃ করি প্রণিপাত।

যতীন্দ্রনাথ †

আজ্‌কে কি কাল প্রভাত এসে ভাঙিয়ে দিল ঘুম্‌
অরুণ-রাঙা অঙ্গে মেখে শ্মশান-চিতার ধূম !
হতাশ্বাসের শ্বাস ফেলে হায় পালিয়ে গেল চলি,
নীরব তাহার ভাষার মাঝে এইটুকু সে বলি ;—
"ওরে, তোদের পল্লী-মায়ের সব গরবের ঠাঁই্‌
শেষ হয়েছে, ফুরিয়ে গেছে, নাইরে সে আর নাই !
দীন-অনাথার আঁখির ধারে ঝ'র্‌ত যাহার আঁখি,
আর্ত্ত-আতুর যার করুণায় প'ড়্‌তনাক ফাঁকি,
জ্ঞানের অগাধ উৎস সে যে জ্ঞানীর পরম আশ,
চরম-পথের যাত্রী হল,—ছিন্ন সকল ফাঁস !
নিবে গেছে হায়রে সে দীপ ঝাপ্টা হাওয়ার তালে,
আর ত আলো ক'র্ব্বে না সে পল্লী-মঞ্চ-ভালে !
শারদ-সাঁঝের মেঘের মত পক্ক-ধবল কেশ,
ললাট-পটে জ্যোতির রেখা, শিষ্ট-সরল বেশ,
ধ্যান-মগ্ন যোগীর মত সৌম্য-মধুর মুখ,
প্রিয়ার মত প্রীতির চিত, মায়ের মত বুক,
এমন বন্ধু আর পাবি না,—কাঁদ্‌রে তোরা কাঁদ্‌—
ভেঙে গেছে কালের কূলের সব ভরসার বাঁধ।"

* * * *

† টাকীর স্বনামধন্য জমিদার রায় যতীন্দ্রনাথ চৌ   এম. এ. বি. এল, শ্রীকণ্ঠ, ভক্তি-ভূষণ, বিদ্যা-বিভূষণ।

আরতিরেক

বুক-ফাটা এই বার্ত্তা শুনে ঝঞ্ঝা পড়ে শিরে,
ভাষার নিঝর মিলিয়ে গেল নয়ন-নিঝর-নীরে !
ওগো বিরাট্ ! ওগো মহান্ ! ওগো উদার প্রাণ !
তন্ত্রী-হীনা কবির বীণায় তুল্‌বে কি আর তান !
তবু যে তার গাইতে হবে,—তৃপ্তি তোমার চাই,
শ্রদ্ধা-পূত অশ্রু নিয়ে,—যা পারে গায় তাই ;—
হে যতীন্দ্র ! নামটী তোমার রাখ্‌লে কে গো বুঝে ?
যোগীর ভোগীর প্রাণের সাড়া তোমায় পেলাম খুঁজে !
দীনের বেশে ধরায় এসে ব'স্‌লে রাজ্য-পাটে,
হওনি তবু লক্ষ্য-হারা সম্পদের সে ঠাটে ;
তুফান-ভরা আকুল-করা বিলাস-সাগর-বুকে,
দিগ্-দরশন-দৃষ্টি তোমার দুখীর আঁখির মুখে
দিবস-রাতি রইত জাগি,—হারাওনিক দিক্—
ব্যথীর কোথায় প্রাণের ব্যথা বুঝ্‌তে তুমি ঠিক।
উচ্চ-শিক্ষা বাড়ায়নিক শিক্ষা-অভিমান ;
মিট্‌তনাক জ্ঞানের ক্ষুধা,—নিত্য অভিযান
ছিল তোমার ধনীর দ্বারে,—জ্ঞান-ধনে যে ধনী,
ন্যায়-দরশন-পুরাণ-কথায়,—পুণ্য মনে গণি।
হায় ! সাহিত্য-পরিষদের স্তম্ভ গেছে খ'সে,
পুত্র-হারা বঙ্গভাষা কাঁদ্‌ছে দ্বারে ব'সে !
তুমিই প্রথম ক'ল্লে দাবি সার-গুরুদাস সনে,
মাতৃভাষার ন্যায্য আসন শিক্ষা-পীঠাঙ্গনে।
হে কংগ্রেসের প্রবীণ রথী, শিষ্য সুরেন্দ্রের,
ক'ত্তে পূরণ চিত্ত-সুরেন্-মিলন-যাগের জের,
তাই কি বিরাজ যেথায় স্বরাজ, সবার সমান ভাগ —
বন্ধ-বিহীন শান্তি-স্বরগ অন্ধ-অনুরাগ !

বিনয়-ননীর প্রলেপ-লেপা মিষ্ট-শীতল কথা,
শুন্‌বো না আর, হের্‌বো না আর মূর্ত্ত শালীনতা !
দেব-দ্বিজে ভক্তি এমন, ধর্ম্মে এমন মতি,
শতকে এমন মিলবে কিগো একটি গোষ্ঠিপতি !
বিষয়-কাজে বিষম জেদী, সূক্ষ্ম বিচারক,
দুষ্টে কুঠার, শিষ্টে শত-বিঘ্ন-বিতাড়ক ।—
এমন গেছে কাঁদ্‌বো তবু !-- কাঁদ্‌বো কেন আর ?
আমরা যেমন তেম্‌নি হ'ল বিধান চমৎকার !
নিত্য-বিরোধ যে সংসারে তার কি ভাল আছে !
দুর্ভাগিনী মায়ের বলো পুত্র ক'টা বাঁচে ?
ছেলের মত ছেলে যেটী সেইটী গেল চ'লে,
ঘ'টত কিগো হঠাৎ এমন আমরা মানুষ হ'লে ?

*   *   *   *

তুচ্ছতর নিজের কথা ক'ইবে কি আর কবি,---
অভিশপ্ত জীবের ভবে সইতে হবে সবি !
অখ্যাত এক পল্লী-বীথির নিবিড় অন্তরালে
ফুটেছিল বন-যূথিকা ; হয়ত কোনো কালে
শুন্‌ত না কেউ মন পেতে তার বন্য সুরের গান,—
বনেই উঠে অলক্ষিতে বনেই হ'ত ম্লান ;
ভাঙন্‌-ধরা নদীর কূলের আবাসখানি হ'তে
কোন্‌ নিশীথে প'ড়ত খ'সে, মিলিয়ে যেত স্রোতে,—
ব্যর্থ হ'ত পুষ্প-জনম ;—যদি না সেই দিন
মলয় এসে তার সুরেতে বাজিয়ে যেত বীণ্‌
তোমার প্রাণের কানের কোণে । কে বলো আর তারে—
তোমার মত জড়িয়ে ধ'রে বন্য-যূথিকারে

আরতিরেক

চম্পা-বেলা-মল্লী-গোলাপ-গন্ধরাজের মাঝে,
শতেক সুরের সুবাস-বাঁশী সদাই যেথায় বাজে—
বসা'ত সেই রাজোদ্যানে ? কে দিত তার শিরে
নিত্য-ভরা ভৃঙ্গার-ধার-নিঝর ধীরে-ধীরে !
তুমিই যারে বাঁচিয়েছিলে, হে দরদী, আজ
তোমার স্নেহের আবেষ্টনে প'রে নূতন সাজ,
কৃতজ্ঞতার অশ্রু-শিশির-সিক্ত ক'রে বুক,
হ'য়েছিল কত আশায় উদ্‌গ্রীব উন্মুখ,
তোমার সুধার পরশ-পাওয়া সৌরভেরি সুর
গাইতে তোমার আঙ্গিনাতে ;—সব আশা তার চূর !
হায় গো আজি কোথায় তুমি বাঁচিয়ে গেলে চ'লে ?
এই যে সেদিন দিলে সাড়া শুন্‌বে সে গান ব'লে !
এ ক্ষোভের আর অন্ত যে নাই !---এ যে কেমন ব্যথা,
মর্ম্মে শুধুই মর্ম্মরিত ---পায় না নাগাল্ কথা !
তাই ব'লে কি গানখানি তার নীরব হ'য়েই রবে !
দেহের পতন হ'লেই ছেদন প্রাণের বাঁধন কবে ?
সূক্ষ্ম তোমার---দিব্য তোমার---অমর তোমার কান
শুন্‌বে নাকি তোমার প্রিয় যূঁই-ফুলের এই গান !

* * * *

ব'ল্‌বো কি আর ? হে শ্রীকণ্ঠ ! কণ্ঠ তোমার আজ
স্তব্ধ হেথা ; শব্দ-বিহীন প'রে সুরের সাজ
যেথায় গেছে,---বেদন-ভরা ধরার কথা ছেড়ে,
নিত্য গানে মুখর করুক্ সেই ঠাঁইটী বেড়ে।
ভক্তি-ভূষণ নামটী তোমার ধন্য হউক্ আজি,
বিরাজ কর সেই চরণের নূপুর হ'য়ে বাজি !

রসরাজ

সার্থক তব অমৃত নাম,
মরতের 'পরে অমৃত ছড়ায়ে চ'লে গেলে আজি অমৃত-ধাম !
এ নহে অমৃত-অমৃত-বিন্দু,
এযে গো অমৃত-অমৃত-সিন্ধু.
বাঙালীর চিত-দাব-দাহ-মাঝে প্লাবন প্রাণাভিরাম !
সার্থক তব নাম।

অভূতপূর্ব্ব তোমার সবি,
সেকি গো মূরতি, সেকি কেশ-বেশ, সেকি গো প্রতিভা-দীপ্ত-রবি !
যেন গো তুষার-মৌলি-ধবল
হিমাচল চির-চারু-চঞ্চল,
আস্যে গোমুখী-ধারা উচ্ছল হাস্যোজ্জ্বল ছবি !
অদ্ভুত তব সবি।

থেমে গেল আজি সে কলনাদ,
বঙ্গ-রঙ্গ-নির্ঝর-ভঙ্গ আর ভাঙিবে না প্রাণের বাঁধ,
ওরে আট-কোটী ব্যাকুল চিত্ত,
হারালি আজি কি বিপুল বিত্ত,
শুকাইল আজি রস-সাহিত্য, কাঁদ্ তোরা শুধু কাঁদ্ !
থেমে গেল কলনাদ !

আত্মত্রিক

কাঁদো কাঁদো সারা নাট্যালয়,—
অমৃত তোমারে অমরা ক'রেছে এ কথা ত কভু মিথ্যা নয় !
প্রণবের যথা পূত ওঁকার.
ত্রয়ে সমাবেশ আদি-ঝঙ্কার,
তেমনি অর্দ্ধ-ইন্দু, গিরিশ, অমৃতে সমন্বয় —
তবে না নাট্যালয় !

নাই নাই নাই আজি সে তিন—
তিনে-এক-আর-একে-তিনে তারা একে-একে হ'ল চির-বিলীন
সেথা নাহি আর রঙ্গ-মঞ্চ,
নাহি অভিনয়-লীলা-প্রপঞ্চ,
শ্রান্তি-বিহীন, ভ্রান্তি-বিহীন, শান্তি সীমা-বিহীন —
একে মিলাইল তিন !

এমন পাবে না পাবে না আর,
এ বুকে শোকের লৌহ-শকট দলিয়া গিয়াছে কতই বার !
তটিনী যেমন উপলে-উপলে
বাধা পেয়ে ছুটে দ্বিগুণিত বলে,—
তেমনি ছুটিল অমৃত-উৎস, ভাসাইল হাহাকার !
এমন কি পাবে আর !

প্রবীণের মাঝে চির-নবীন,
মধু মৃদঙ্গ-তাল-তরঙ্গে আর না বাজিবে রুদ্রবীণ্ !
পলিত কেশ ও গলিত দন্ত,
তবু বিরাজিত চির-বসন্ত !
কি যাদু-পরশে তামসী নিশিতে জাগাত মধ্যদিন !
সে যে গো চির-নবীন !

আত্মত্রিক

আজি হ'ল ওগো সকলি শেষ,
স্তব্ধ হইল বিনোদ-বাঁশরী,—অমৃত-লহরী সু-পরিবেষ !
রস-উদ্গারে ছিল না রে ঘুম,
আজি একেবারে নীরব নিঝুম !
দীরঘ দিনের জাগরণে গাঢ় সুপ্তির সন্দেশ !
এ ঘুমের নাহি শেষ !

আজি এ শোকের কিনারা নাই,—
বাঙালীর মত বাঙালী ছিল সে, ভায়ের মতন ছিল সে ভাই !
কোথা বিদ্রূপ-ভ্রূকুটি-বৃষ্টি,
কোথা শ্লেষ-ভরা সুদূর-দৃষ্টি,
কে দিবে ত্রস্তে বিকার-গ্রস্তে ভেষজ-ভরসা-ঠাঁই ?
বুঝি বা কিনারা নাই !

অথবা আছে গো—কিসের দুখ !
অমৃতের কভু হয় কি মরণ ?—অন্তরে চির সে জাগরূক ।
সাহারার 'পরে ফোয়ারা ছুটায়ে,
ভাণ্ডার তার গিয়াছে লুটায়ে,
শেষ-দান তার 'অমৃত-মদিরা', 'কৌতুক-যৌতুক',—
দিয়ে গেছে সবটুক্ ।

সত্য সত্য হে রসরাজ !
অক্ষয় মণি মঞ্জুষা তব শূন্য কি হ'ল সহসা আজ !
সময়ে গিয়াছ, তবু হয় ভ্রম,
অসময়ে যেন প'ড়ে গেছে 'সম',
অকালে তোমায় নিয়ে গেল কাল, সহিল না কালব্যাজ !
ওগো নট-রসরাজ !

—৹৹৹✻৹৹৹—

চুণীলাল *

এইত সেদিন রাঁচি গেলে! আস্‌বে না যে আর,
ঘূণাক্ষরে তার
আভাসটুকু দাওনি, ওগো এমন কেন হ'লে!—
অমনি গেলে চ'লে,
রাঁচি হ'তে কোন্ অজানা স্বদূর সড়ক বেয়ে,
কোন্ করমের আবাহনে জলদ-তাগিদ্ পেয়ে!
ছিলে যে গো নিত্য নূতন কর্ম্ম-অনুরাগী,
পরের তরে চিত্ত তোমার নিত্য ছিল জাগি!
বর্ম্ম-সম স্বাস্থ্য অটুট্ যেদিন গেল টুটে,
আমরা এসে ছুটে,—
ক'রেছিলাম বন্দী তোমায়, কবাট দিয়ে এঁটে,
একে-একে সব করমের বাঁধন দিয়ে কেটে,
হায়, মমতার সোনার শিকল দিয়ে,
ভেবেছিলাম রাখ্‌বো ধ'রে বুকের মাঝে নিয়ে!
মুক্তাকাশের বিহগ তুমি, তাইকি অভিমান,
তাই সহসা শূন্যপানে কল্লে অভিযান!
হায়রে মোহে অন্ধ মোরা, হায়রে ভাগ্যহীন,
বুঝ্‌লাম না সেদিন---
কর্ম্ম-প্রাণের কর্ম্ম গেলে প্রাণ কি থাকে আর,—
সব চেয়ে যে নিবিড় বাঁধন কাজের বাঁধন তার!

*   *   *   *

* রায় বাহাদুর ডাক্তার চুণীলাল বসু এম. বি., এফ. সি. এস্., আই. এস্. ও., সি. আই. ই., রসায়নাচার্য্য।

কিন্তু কেন এমন ক'রে গেলে ?
তুমি যে গো বাঙ্‌লা-মায়ের ছেলের-মত-ছেলে !
বীর যে তুমি, উদার, সরল, জান্‌তেনাক ছল,
বিঘ্ন এলে ধ'ত্তে যে গো মত্ত-করির বল !
তোমার উক্তি না এ ?—
"এক পায়েতে দাঁড়াইনাক—দাঁড়াই দুটী পায়ে!"
দৈন্য সনে যুঝে,
স্বনামধন্য পুরুষ তুমি, আন্‌লে নিজে খুঁজে,
লক্ষ্মী-মায়ের মঞ্জুষাটী মানের মাণিক-যোড়া ;
আপন বলে চিরঞ্জয়ী, এমন তোমার জোড়া
বিশ্বমাঝে ক'জন মিলে ? হায়গো কেন আজ,
অলক্ষিতে পালিয়ে গেলে ধ'রে ভীরুর সাজ !
সব ছিল ত আগেই তোমার জানা,
কি দুর্য্যোগে রাঁচি গেলে, মান্‌লেনাক মানা !
ঘর যে তোমার সোনার চাঁদে ভরা,
জীবন-আলো-করা,
একদিনও ত পায়নি তারা তোমার স্নেহে ফাঁকি,
হঠাৎ কেন সবায় ভুলে মুদ্‌লে দুটী আঁখি !

* * * *

রাঁচি যেতে সঙ্গিনীরে সঙ্গে নিয়েছিলে,
শুন্‌তে ত পাই,—সেথায় তুমি খুলে দিয়েছিলে
মুক্তিকামী হৃদয়খানি ; ক'ল্লে অভিনয়,
অতীত-স্মৃতি প্রেম-জুবিলীর লীলা মধুময় !
পরিয়ে দিয়ে লাল শাটীটি তাঁরে,
সীঁথির সিঁদূর, আল্‌তা পায়ে দেখ্‌লে বারে বারে।
তার পরে ত আরও কতই কথা,

বুঝিয়ে তুমি ব'ল্লে তাঁরে ভুলিয়ে দিয়ে ব্যথা।
সব যদি গো জান্‌তে তুমি তবে,
মহাযাত্রার বার্ত্তা কেন ব'ল্লেনাক সবে!
শেষ দেখাটী, শেষ সেবাটি, লুটিয়ে প'ড়ে পায়,
শেষের নেওয়া চরণ-রেণু জীবন-কিনারায়,
হায়, হ'ল না তারও অবকাশ,
ফুরিয়ে গেল শ্বাস!
সঙ্গিনীরে সঙ্গী শুধু ক'ল্লে জীবন-পথে,
শেষের দিনে একাই গিয়ে উঠ্‌লে মরণ-রথে!

*　　*　　*　　*

একটি কথা,—'ভবিতব্য'—একটি কথা ব'লে,
সকল দোষে খালাস হ'য়ে গেছ তুমি চ'লে।
কথায় কথায় শিক্ষা দিলে নীতি,—
"সেইত সতী, সেইত স্বামী-প্রীতি,
স্বামীর তরে সকল ব্যথা বরণ ক'রে নেওয়া.
অশরীরী স্বামীর সেবায় আপন ঢেলে দেওয়া,
সাধ্বী ত সেই—সেইত পতিব্রতা,—
আত্মসুখে চায় না দিতে পতির বুকে ব্যথা।"
তাই ঘুমালে, দেখ্‌তে নীতির ফল?
তন্ময়ী সে নারীর মনের বল?
সোহাগভরে রাখ্‌লে মাথা অঙ্কে বৈষ্ণবীর,
তাঁরই দেওয়া ওষ্ঠ-পুটে উদক জাহ্নবীর
ভক্তিভরে ক'ল্লে তুমি পান,
তাঁরই মুখে শুন্‌তে শুন্‌তে মধুর হরির গান,
নিবিড় ঘুমে নিঝুম হ'লে শান্ত নিশীথ রাতে,—
লক্ষ তারা সাক্ষী হ'ল গগন আঙ্গিনাতে!

বীরাঙ্গনার আত্মত্যাগের কথা
লক্ষ-দাদুর-ঝিল্লী-রবে ছুট্‌ল যথা তথা।

*   *   *   *

কিন্তু প্রাণে বড়ই বিষম বাজে,—
তুমি যে গো বিকিয়ে ছিলে অন্ধ-অনাথ-মাঝে!
আমার-আমার ব'ল্‌তে তোমার পরম আপন জন,
আতুর যারা, ক'চ্ছে তারা অশ্রু-বিসর্জ্জন।
কে মুছাবে নয়ন তাদের পিতার স্নেহ দিয়ে,—
প্রাণের 'পরে নিয়ে?
আর কে তাদের ব্যথার বোঝা মাথায় পেতে নেবে?
নীরব দানে কে আর তাদের অভাব দূরে দেবে?
ওই বাঙ্‌লার বিজ্ঞানেরি শ্রেষ্ঠ নিকেতন,
ওই সাহিত্য-পরিষদ্ যে ব্যথায় বিচেতন!
সকল দিকে সমান আঁখি, কতই প্রাণের টান,
দূরবিসারী অভিজ্ঞতা;—রাখ্‌তে মায়ের মান,
কি আগ্রহ, কি সাধনা, কঠোর কর্ম্মযোগ,
দেশের স্বাস্থ্য-স্বাস্থ্য ক'রে আত্মবিনিয়োগ,
কতই লেখা কতই উদ্ভাবন,
আজ সহসা সব ব্রত কি হ'ল উদ্‌যাপন!

*   *   *   *

বিরাট্ তোমার কর্ম্ম-লীলা, কোথায় যে তার শেষ,
জানিনা কি অপূর্ব্ব সন্দেশ,—
কোন্ সুবিরাট্ কর্ম্মময়ের কর্ম্ম-শালার মাঝে
তোমার মত কর্ম্মবীরের অভাব আজি বাজে;
তাই এ তিরোধান,
নিঃস্ব করি, রিক্ত করি, মোদের হৃদয়খান।

আন্তরিক

ব'ল্‌বো কিবা আর—
বাঞ্ছা যাহা, পূর্ণ তাহা, বিশ্ব-নিয়ন্তার।
জ্ঞান করমের তরুণ সাধক এক বয়সী দুটি,
পরমহংসদেবের চরণ শরণ নিল লুঠি ;
দোঁহার দু'হাত ধ'রে,
মাথায় আশীষ্ ভ'রে,
পাঠিয়ে দিলেন যোগ্য পথের যোগ্য অধিকারী ;---
নির্দ্দেশে ত তাঁরি---
জ্ঞান-যোগী সে দেখিয়ে দিল, জ্ঞানের নিশান তুলে-
নারায়ণের নিত্য-সেবা দীনের সেবা-মূলে ;
কর্ম্ম দিয়ে দেখিয়ে দিলে তুমি কর্ম্মবীর,—
দীনের নেত্রনীর
দূর-করাটাই বিশ্বনাথের পূজার উপচার।
জ্ঞান-করমের মধুর সমাহার !
জ্ঞান-যোগী সে চ'লে গেছে জগৎ ক'রে আলা,
এবার তোমার পালা,—
তাই বুঝি গো মিল্‌লে শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণতলে,—
ভক্তি জ্ঞান ও কর্ম্ম-মিলন মন যেন এ বলে !

*　　*　　*　　*

সান্ত্বনা আর --আর কিছুত নাই,---
পেলে তুমি চরম গতি পরম তীর্থে ঠাঁই !
দাও ছিটায়ে তীর্থ-বারি প্রতি শোকীর শিরে,
তোমার স্মৃতির পরশ নিয়ে শান্তি আসুক্ ফিরে।
"কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি" এই মহতী বাণী
সার্থক হোক্--"তুমি আছ'---আমরা যেন জানি।

—শেষ—